গীতানুবাদ

অর্থাৎ

সমগ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সরল পদ্যানুবাদ।

—(*)—

" শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ ॥" ৩-৩৫

" পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ৪-৮

—:○:—

শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক
অনুমোদিত।

উত্তরপাড়া

১৮৮৮

PRINTED AT THE "UNION PRESS" UTTARPARA,
99, GRAND TRUNK ROAD.

পূর্ব্বভাষ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হিন্দুধর্ম্মের সারগ্রন্থ। হিন্দু সমাজে ইহার প্রচার যত অধিক হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত অনভিজ্ঞ। যদিও ভগবদ্গীতার অনেক টীকা টিপ্পনী বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সমুদায় অতি দুর্মূল্য এবং অধিকাংশ লোকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। পণ্ডিত মণ্ডলীর পাণ্ডিত্য পূর্ণ টীকা পড়িবার ও বুঝিবার সময় ও ক্ষমতা অনেকেরই অল্প। বিশেষতঃ কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠীদিগের পক্ষে ঐ সকল অতি গুরুতর বোধে, আমি মহাত্মা কাশীদাসের অনুকরণ করিয়া পয়ারছন্দে সাধারণের সুবিধার জন্য সরল ভাষায় সুলভ মূল্যে গীতানুবাদ প্রচার করিলাম। মূলের অনুরোধে স্থানে স্থানে ছন্দ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে, এবং ইহার আক্ষরিক অনুবাদ যথাযথ রাখিতে গিয়া সকল স্থানে পদ্য গুলি সরস হয় নাই।

ন্যূনাধিক ২ বৎসর হইল এই অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছি; কিন্তু এরূপ দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সাধারণের হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে এ পর্য্যন্ত ইহা প্রচার করিতে সাহসী হই নাই। সংপ্রতি কতিপয় খ্যাতনামা পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে এবং বন্ধু বান্ধবগণের অনুরোধে গীতানুবাদ প্রচার করিলাম। ইহার উদ্দেশ্য সফল হইলেই যথেষ্ট পুরস্কৃত হইব।

জনাই।
১৮১০ শক ১০ই আশ্বি০।

শ্রীবিনোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
হেডমাষ্টার, জনাই ট্রেনিং স্কুল।

গীতানুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

—:():—

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডবে।
যুদ্ধহেতু সমবেত কি করিল সবে ॥১।

সঞ্জয়। দেখিয়া পাণ্ডবসেনা রাজা দুর্য্যোধন।
আচার্য্য সমীপে গিয়া বলিলা তখন ॥২।
"পাণ্ডবের মহাসেনা হেরহে নয়নে।
তব শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন রাখিছে যতনে ॥৩।
সাত্যকি বিরাট আর দ্রুপদ রাজন।
ভীমার্জ্জুন সেনা মাঝে মহারথিগণ ॥৪।
ধৃষ্টকেতু চেকিতান শৈব্য কাশীরাজ।
পুরুজিত কুন্তীভোজ করিছে বিরাজ ॥৫।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সুভদ্রা নন্দন।
যুদ্ধবীর যুধামন্যু মহারথিগণ ॥৬।
আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণে।
এবে জানাইব গুরো তোমার সদনে ॥৭।
জয়দ্রথ অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা নৃপ।
রণজয়ী তুমি ভীষ্ম কর্ণ আর কৃপ ॥৮।

আর আর বীরগণ সুসজ্জ হইয়া।
উৎসর্গ করেছে প্রাণ আমার লাগিয়া ॥৯।
ভীমসেন রাখিতেছে সেনানী বিপুল।
পিতামহ সেনা তার নহে সমতুল ॥১০।
ব্যূহদ্বারে নিজবলে হয়ে উপনীত।
পিতামহে তোমা সবে রক্ষ যথোচিত ॥১১।
তুষিবারে পিতামহ কৌরব রাজনে।
সিংহনাদে শঙ্খনাদ করিল সঘনে ॥১২।
গোমুখ মৃদঙ্গ আর শঙ্খ ভেরী ঢোল।
উঠিল বাজিয়া সব করি মহা রোল ॥১৩।
শ্বেত অশ্ব সুসজ্জিত সুন্দর স্যন্দনে।
হৃষীকেশ শঙ্খনাদ করে সখা সনে ॥১৪।
দেবদত্ত ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য হরি।
পৌণ্ড্র বাজাইলা ভীম ভীমনাদ করি ॥১৫।
সুঘোষ মণি পুষ্পক মাদ্রীর তনয়।
বাজাইলা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় ॥১৬।
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান বিরাট নৃপতি।
ভীমবাহু কাশীরাজ শিখণ্ডী সুরথী ॥১৭।
দ্রুপদ দ্রৌপদী পুত্র সুভদ্রা নন্দন।
একে একে শঙ্খনাদ করিলা তখন ॥১৮।
সেই ভীম শঙ্খনাদ পশি তিনপুরে।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে ব্যথিল অন্তরে ॥১৯।
কৌরবেরে ধনঞ্জয় সুসজ্জ দেখিয়া।
রথস্থিত হৃষীকেশে বলিলা ডাকিয়া ॥২০।

অর্জ্জুন। উভয় সেনার মাঝে রাখ রথ মম।
(বিনয়ে বলিলা কৃষ্ণে পার্থ নরোত্তম॥) ২১।
যাবৎ দেখিব আমি এই সেনাগণে।
কে যুঝিবে মম সনে উপস্থিত রণে॥২২।
উপস্থিত রাজগণে ভারত সমরে।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে তুষিবার তরে॥২৩।
সঞ্জয়। অর্জ্জুনের কথা শুনি দেব নারায়ণ।
দুই সেনা মাঝে রথ করিয়া স্থাপন॥২৪।
কহিলেন হের পার্থ ভীষ্ম দ্রোণ বীরে।
উপস্থিত রাজগণে কৌরব কুমারে॥২৫।
পিতামহ আদি যত কুটুম্ব সমাজে।
দেখিলেন পার্থ এই সেনাদল মাঝে॥২৬।
বন্ধুগণে উপস্থিত দেখি যুদ্ধ হেতু।
বিষণ্ণ হইয়া মোহে বলে ভীমকেতু॥২৭।
অর্জ্জুন। আত্মীয় স্বজনে দেখি যুঝিবার আশে।
শুষ্কমুখ বলহীন হইনু তরাসে॥২৮।
দহিতেছে গাত্র মম কাঁপে কলেবর।
পড়িছে গাণ্ডিব খসি রথের উপর॥২৯।
অবস্থান করিবার শকতি বিগত।
ভ্রান্ত চিত্ত অমঙ্গল দেখি কত শত॥৩০।
স্বজন নিধন করা নহে শ্রেয়স্কর।
না চাহি বিজয় রাজ্য ওহে দামোদর॥৩১।
কিবা কাজ রাজ্যে মম কিবা ভোগ সুখে।
আত্মীয় স্বজনে নাশি জীব কোন মুখে॥৩২।

পিতামহ গুরুদেব আদি বন্ধুগণ।
করিতেছে অবস্থান করি প্রাণপণ ॥৩৩॥
এ সবার হাতে যদি হারাই জীবন।
না বধিব এ সকলে না করিব রণ ॥৩৪॥
ত্রিলোকের রাজ্য যদি পাই জিনি রণে।
পাইব কি সুখ নাশি ধার্ত্তরাষ্ট্র গণে ॥৩৫॥
হেন শত্রু নাশে দেব হয় মহাপাপ।
বধিয়া স্বজন শুধু পাব মনস্তাপ ॥৩৬॥
লোভমুগ্ধ এরা সবে তাই নাহি জানে।
মিত্রদ্রোহে কুল নাশে কি পাতক আনে ॥৩৭॥
জানিয়া এ সব মোরা ওহে জনার্দ্দন।
কেমনে এ পাপ পথে করিব গমন ॥৩৮॥
সনাতন কুলধর্ম্ম কুলক্ষয়ে গত।
অবশিষ্ট কুল হয় অধর্ম্মে জড়িত ॥৩৯॥
কুল নারীগণ তার ব্যভিচার করে।
সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হয় তার পরে ॥৪০॥
কুলহন্তা গণে হায় পাঠায় নরকে।
পিণ্ড জল নাহি কভু পায় পিতৃলোকে ॥৪১॥
এই সব দোষে হায় কুল হন্তৃগণ।
জাতি ধর্ম্ম কুল ধর্ম্ম দেয় বিসর্জ্জন ॥৪২॥
কুল ধর্ম্ম নাশে শুনি ওহে জনার্দ্দন।
নরকে নিয়ত বাস করে নরগণ ॥৪৩॥
হায় মোরা রাজ্য লোভে হয়ে প্রলোভিত।
স্বজন বান্ধব নাশে হয়েছি উদ্যত ॥৪৪॥

নিরস্ত্র আমারে যদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ।
বধে আজি তবু আমি না করিব রণ ॥৪৫।
এই বলি সব্যসাচী ত্যজি শরাসন।
বসিলেন রথোপরি বিরস বদন ॥৪৬।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সৈন্যদর্শন নাম
প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—ঃ()ঃ—

সঞ্জয়। বিরস বদন আর সজল নয়ন।
দেখি পার্থে কহিলেন শ্রীমধুসূদন ॥১।
ভগবান। এ হেন সময় পার্থ কিসের কারণ।
অনার্য্য উচিত ভাব করি দরশন ॥২।
কাপুরুষ ভাব তব কভু না সম্ভবে।
হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যজি পশহে আহবে ॥৩।
অর্জ্জুন। কেমনে পশিয়া রণে হে মধুসূদন।
ভীষ্ম দ্রোণ প্রতি শর করিব যোজন ॥৪।

বধি গুরুজনে, কি কাজ জীবনে,
ভিক্ষা মেগে খাওয়া ভাল।
পার হয়ে যদি, রুধিরের নদী,
কামার্থ লভিতে হল ॥৫।

জয় পরাজয়, কিবা ভাল হয়,
কিছুই বুঝিতে নারি।
যাদের নাশেতে, না চাহি বাঁচিতে,
তাহারাই হল অরি ॥৬।

কিবা ধর্ম্ম হরি, বুঝিতে না পারি,
কৃপণ হয়েছি গুণে।
অনুগত তব, বল হে মাধব,
কি বিধি ভাল এক্ষণে ॥৭।

দেব অধিকার, ধরণীর ভার,
পাই যদি তবু হায়।
শোকেতে বিকল, ইন্দ্রিয় সকল,
থাকিবে তাপিত প্রায় ॥৮।

সঞ্জয়। "না যুঝিব হে গোবিন্দ" বলিয়া মাধবে।
ধীর ভাবে ধনঞ্জয় রহিলা নীরবে ॥৯।
দুই সেনা মাঝে দেখি বিরস অন্তর।
হাসি পার্থে বলিলেন দেব দামোদর ॥১০।
ভগবান। অশোচ্য বিষয়ে শোক বড়ই গর্হিত।
মৃত কি জীবিত লাগি শোক অনুচিত ॥১১।
তুমি আমি আর এই যত রাজগণ।
সকলে অক্ষয় কভু না হবে নিধন ॥১২।
কৌমার যৌবন জরা, দেহান্তর পরে।
এ সব লাগিয়া শোক পণ্ডিতে না করে ॥১৩।

শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয় গোচর।
সহিবে অনিত্য বলি ওহে বীরবর ॥১৪।
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান করে যেই জন।
মোক্ষ পদ পায় সেই কুন্তীর নন্দন ॥১৫।
দেহের যে ভাব তাহা আত্মায় না আসে।
অবিনাশী আত্মা সব পণ্ডিতেতে ভাষে ॥১৬।
আত্মারূপে জীব বাস মানব শরীরে॥
ইহারে বিনাশ কেহ করিতে না পারে ॥১৭।
অবিনাশী আত্মা আর অনিত্য শরীর।
অতএব কর যুদ্ধ ওহে ধর্ম্মবীর ॥১৮।
এ উহারে করে বধ হত অন্য জন।
যে ভাবে সে ভ্রান্ত অতি সব অকারণ ॥১৯।

জনম মরণ, সব অকারণ,
আত্মার এ সব নাই।
দেহের নিধন, আত্মা পুরাতন,
ইহার মরণ নাই ॥২০।

অবিনাশী বলি জীবে জানে যেই জন।
সে কি কভু করে পার্থ আত্মার নিধন ॥২১।

জীর্ণ বাস ত্যজি, নব বাসে সাজি,
ভ্রমিতে নরের আশ।
ছাড়ি পূর্ব্ব কায়া, নূতনেতে গিয়া,
আত্মার তেমতি বাস ॥২২।

অস্ত্রে কি আগুণে এর না হয় বিনাশ।
সলিলে না হয় ক্লিদ্য না শোষে বাতাস ॥২৩।
অচল নিয়ত্ত স্থির সদা বিদ্যমান।
অব্যক্ত অচিন্ত্য আত্মা নির্ব্বিকার জান ॥২৪।
জীবাত্মাকে এইরূপ জানিবে নিশ্চয়।
অতএব শোক নাহি কর ধনঞ্জয় ॥২৫।
নিত্য জাত নিত্য মৃত মান যদি জীবে।
তবু পার্থ শোক তব কভু না সম্ভবে ॥২৬॥
মরিলে জনম যদি জন্মিলে মরণ ॥
তবে কেন শোক আর কর অকারণ ॥২৭॥
বিকাশে অব্যক্ত আত্মা ধরি কলেবর।
শরীরের সহ নাশ বৃথা শোক কর ॥২৮।

আশ্চর্য্য দেখয়ে, আশ্চর্য্য শুনয়ে,
আশ্চর্য্য বলয়ে কেহ।
শুনিয়া ইহারে, বুঝিতে না পারে,
অভিভূত করে মোহ ॥২৯।

অবিনাশী জীব আত্মা দেহে বিরাজিত।
জীবের লাগিয়া শোক না হয় উচিত ॥৩০।
স্বধর্ম্মে রাখিয়া দৃষ্টি ভয় না করিবে।
শ্রেয় ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই জানিবে ॥৩১।
হেন যুদ্ধ সদামুক্ত স্বর্গদ্বার জান।
লভিয়াছে যে ক্ষত্রিয় সেই ভাগ্যবান ॥৩২।

হেন ধর্ম্ম যুদ্ধে যদি প্রবৃত্ত না হবে।
স্বধর্ম্ম সুকীর্ত্তি নাশি পাপ উপার্জ্জিবে ॥৩৩।
ঘোষিবে অযশঃ তব জগতে মহান।
যশস্বীর যশো নাশ মরণ সমান ॥৩৪।
যে সকল মহারথী তোমা মান্য করে।
"না করিল ভয়ে যুদ্ধ" বলিবে তোমারে ॥৩৫।
ঘৃণা করি কটু কথা বলিবে তোমায়।
ইহার অধিক দুঃখ কি আছে ধরায় ॥৩৬।
হত হ'লে পাবে স্বর্গ জিনিলে মেদিনী।
অতএব কর যুদ্ধ শুন হে ফাল্গুনি ॥৩৭।
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়।
সমান ভাবিলে যুদ্ধে নাহি পাপ হয় ॥৩৮।
সাংখ্য যোগ শেষে বলি বুদ্ধি যোগ কথা।
সংসার বন্ধন যাহে ছিঁড়িবে সর্ব্বথা ॥৩৯।
অভিক্রম নহে ব্যর্থ বাধা নাহি আসে।
অনুষ্ঠানে এই ধর্ম্ম মহাভয় নাশে ॥৪০।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক ধনঞ্জয়।
অব্যবসায়ীর বুদ্ধি বহু শাখাময় ॥৪১।
সেই মূঢ়গণ সদা বেদবাদে রত।
আপাত-মধুর বাক্যে দিন করে গত ॥৪২।
ক্রিয়া কর্ম্ম করে তারা স্বর্গলাভ হেতু।
ভোগৈশ্বর্য্য,লভিবার ভাবে এই সেতু ॥৪৩।
ভোগ সুখে রত যারা শুন ধনঞ্জয়।
ভগবন্-নিষ্ঠ চিত কভু নাহি হয় ॥৪৪।

ত্রিগুণ বিষয় বেদ সেই গুণ ত্যজ।
নির্দ্বন্দ্ব নির্যোগ হ'য়ে ভগবানে ভজ ॥৪৫।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ যথা শ্রেষ্ঠ জলাশয়ে।
এক ব্রহ্ম জানা যায় বেদ সমুদয়ে ॥৪৬।
অকর্ম্মে কুকর্ম্মে হয় পাপ যথোচিত।
কর্ম্মফল হেতু কর্ম্ম না হয় উচিত ॥৪৭।
সিদ্ধাসিদ্ধে সমভাবি যোগস্থ থাকিয়া।
কর কর্ম্ম ধনঞ্জয় নিষ্কাম হইয়া ॥৪৮।
ফল হেতু করে কর্ম্ম মূঢ় সেই জন।
ভক্তিযোগে কাম্য কর্ম্ম কর বিসর্জ্জন ॥৪৯।
সুকৃতি দুষ্কৃতি নাশি বুদ্ধি যোগবলে।
কর কর্ম্ম ধনঞ্জয় যোগের কৌশলে ॥৫০।
ফল আশা ত্যজি কর্ম্ম করে সুধীগণে।
অনাময় পদ লাভ করে সে কারণে ॥৫১।
মোহরূপ গহন ছাড়িবে বুদ্ধি যবে।
সর্ব্ব শাস্ত্রে নিরপেক্ষ নির্ব্বেদ হইবে ॥৫২।
বিচলিত কূটতর্কে না হবে যখন।
বুদ্ধি যোগ লাভ তব হইবে তখন ॥৫৩।
অর্জ্জুন। স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষের কিবা সে লক্ষণ।
কিবা রীতি কিবা কার্য্য কহ নারায়ণ ॥৫৪।
ভগবান্। মনোগত কাম ত্যজে স্থিত প্রজ্ঞ নর।
আত্মায় দেখিয়া আত্মা হৃষ্ট কলেবর ॥৫৫॥
সুখেতে নিস্পৃহ যেই দুঃখে নির্ব্বিকার।
বীতরাগ ভয় ক্রোধ নাহিক যাহার ॥৫৬।

স্নেহশূন্য শুভাশুভে নাহি রাগ দ্বেষ।
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বলি জানিবে বিশেষ ॥৫৭।
সংযমে ইন্দ্রিয় সেই করিয়া যতন।
কূর্ম্ম যথা হস্ত পদ করে সঙ্কোচন ॥৫৮।
স্থির প্রজ্ঞ নাহি করে বিষয় বাসনা।
মূঢ় যাহা অনাহারে করয়ে সাধনা ॥৫৯।
যোগে যারা এইরূপ করিবারে যায়।
সময়ে সময়ে মন বিষয়েতে ধায় ॥৬০।
দমিয়া ইন্দ্রিয়গণ সার করে মোরে।
স্থির প্রজ্ঞ বলি সদা জানিবে তাহারে ॥৬১।
বৈরাগী বিষয়ে যদি করে নিগমন।
তাহা সঙ্গে হয় ক্রোধ কাম উপার্জ্জন ॥৬২।
তাহে মোহ, স্মৃতিভ্রম বুদ্ধিনাশ হয়।
বুদ্ধিনাশে সর্ব্বনাশ জানিবে নিশ্চয় ॥৬৩।
ইন্দ্রিয় স্ববশে যার নাহি রাগ দ্বেষ।
চিত্তের প্রসাদ লভে ভুলি সব ক্লেশ ॥৬৪।
প্রসন্ন চেতার বুদ্ধি অভীষ্ট বিষয়ে।
সতত থাকয়ে স্থির অচল হইয়ে ॥৬৫।
নাহি বুদ্ধি অযুক্তের নাহিক ভাবনা।
অশান্তের সুখ আশা সুধু বিড়ম্বনা ॥৬৬।
অবশ ইন্দ্রিয় যেই প্রজ্ঞা নাই তাতে।
তরি যথা বিচলিত প্রতিকূল বাতে ॥৬৭।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যেই করিবারে পারে।
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বলি জানিবে তাহারে ॥৫৮।

জীবের রজনী যাহা সংযমীর দিন।
দিবস রজনী হয় জানিবে প্রবীণ ॥৬৯।

কাম কামী শান্তি সুধা না ভুঞ্জে কখন।
কাম্যবস্তু পশি যাবে,
অস্থির করিতে নারে,
জলধি জীবনে যথা জাহ্নবী জীবন।
সেই সে হইতে পারে শান্তির ভাজন ॥৭০।

কামনা রহিত যেই নিস্পৃহ নির্ম্মম।
অহঙ্কার শূন্য বুঝে শান্তির মরম ॥৭১।
এই স্থিতি ব্রাহ্মী স্থিতি বলি সদা জান।
লভহ নির্ব্বাণ ইথে করি অবস্থান ॥৭২।

ইতি শ্রীমহাভারতে শ্রীভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
সাংখ্য যোগ নাম দ্বিতীয়
অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:():—

অর্জ্জুন। নিষ্কাম যদি হে ধর্ম্ম তবে জনার্দ্দন।
কেন মোরে ঘোর কর্ম্মে কর নিয়োজন॥১।
পরস্পব বিরোধি বচনে বিচলিত।
কহ কৃষ্ণ কোন কর্ম্ম করিব নিশ্চিত॥২।
ভগবান। ভক্তি মার্গে দুই নিষ্ঠা শুন হে ফাল্গুনি।
সাংখ্য জ্ঞান যোগে, যোগী কর্ম্ম যোগে জানি॥৩।
অনারম্ভ কর্ম্ম নারে নিষ্কাম হইতে।
উদাসীন পারে কিহে সিদ্ধিরে লভিতে॥৪।
নিষ্কাম হইতে যেবা বিনা কর্ম্মে চায়।
প্রকৃতির গুণে সেই উত্তেজিত হয়॥৫।
কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমিয়া কাম্য বস্তু ভাবে।
মিথ্যাচারী মূঢ় বলি জানে তারে সবে॥৬।
ইন্দ্রিয়েরে মন যার করে নিয়মিত।
মূঢ় চেয়ে শ্রেয়তর কর্ম্মাসক্ত চিত॥৭।
কর্ম্ম বিনা রাখিতে শরীর যদি নার।
নিয়ত করিবে কর্ম্ম জান সারোদ্ধার॥৮।
যজ্ঞ বিনা যত কর্ম্ম জানিবে বন্ধন।
নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর অনুক্ষণ॥৯।
যজ্ঞ সহ প্রজাপতি সৃজি জীবগণ।
আদেশেন নরগণে করিতে পালন॥১০।

যজ্ঞেতে হইয়া তুষ্ট যত দেবগণ।
তোমাদের হিতকার্য্য করেন সাধন ॥১১।
দেব দত্ত ইষ্ট বস্তু না দিয়া দেবেরে।
যে ভুঞ্জে সে চোর মূঢ় সদা পাপ করে ॥১২।
যজ্ঞশেষ অন্নাহারী সর্ব্ব পাপে তরে।
স্বার্থপর ভুঞ্জি সুখ মহাপাপ করে ॥১৩।
কর্ম্ম হ'তে যজ্ঞ আর যজ্ঞে বরিষণ।
বরিষণে হয় অন্ন বাঁচে জীবগণ ॥১৪।
অচ্যুত হইতে ব্রহ্ম ব্রহ্ম হ'তে কর্ম্ম।
যজ্ঞেতে ব্রহ্মের তুষ্টি—জানিবে এ ধর্ম্ম ॥১৫।
জগচ্চক্র প্রবর্ত্তক যজ্ঞ যে না করে।
ইন্দ্রিয় সেবক হ'য়ে সদা প্রাণ ধরে ॥১৬।
আত্মরত জনে সদা আত্ম তৃপ্ত জান।
তাহার যতেক কর্ম্ম নিষ্কাম সমান ॥১৭। *
সুকৃতিতে পুণ্য আর পাপ দুষ্ট কাজে।
না হয় তাহার সেই নিঃস্বার্থ সমাজে ॥১৮।
নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর ধনঞ্জয়।
এইরূপ কর্ম্মে জান মোক্ষলাভ হয় ॥১৯।
জনকাদি লভে সিদ্ধি ক্রিয়া কর্ম্ম করি।
লোকশিক্ষা হেতু তুমি হও কর্ম্মকারী ॥২০।
মহাজন অনুকারী ইতর যে জন।
তাঁর প্রমাণিত পথে করে বিচরণ ॥২১।
নাহিক কর্ত্তব্য কিছু তিন লোকে মম।
তবু আমি করি কর্ম্ম জান নরোত্তম ॥২২।

কর্ম্মত্যাগ যদি আমি করি ধনঞ্জয়।
অনুকারী লোক মগ্ন হইবে নিশ্চয় ॥২৩।
না করিলে কর্ম্ম জীব উৎসন্ন হইবে।
সাঙ্কর্য্যের স্রষ্টা বলি আমারে নিন্দিবে ॥২৪।
আসক্তি রহিত কর্ম্ম জীবের লাগিয়া।
কর পার্থ মূঢ় যথা আসক্ত হইয়া ॥২৫।
কর্ম্ম সঙ্গী অজ্ঞ জন বাক্যে না বুঝিবে।
কর্ম্ম করি বিজ্ঞ তারে সহজে বুঝাবে ॥২৬।
প্রকৃতির কৃত কর্ম্ম নিজ কর্ম্ম জ্ঞানে।
অহঙ্কারে মত্ত মূঢ় আপনা না জানে ॥২৭।
গুণকর্ম্ম আত্মা হ'তে পৃথক জানিয়া।
তত্ত্ববিৎ কর্ম্ম সঙ্গ না করে ভুলিয়া ॥২৮।
গুণ কর্ম্মে আত্মা মূঢ় করে সংযোজিত।
হেন মূর্খে বিজ্ঞজন না করে চালিত ॥২৯।
আমাতে সকল কর্ম্ম করি সমর্পণ।
নির্ম্মম নিষ্কাম হ'য়ে কর যুদ্ধ পণ ॥৩০।
আমাতে অর্পিয়া কর্ম্ম করে যেইজন।
কর্ম্মের বন্ধন তার অবশ্য মোচন ॥৩১।
এই উপদেশ মম যে জন না লয়।
মূঢ় নষ্ট অজ্ঞ তারে জানিবে নিশ্চয় ॥৩২।
বিজ্ঞ যেবা প্রকৃতির সদৃশ আচরে
প্রকৃতির বশে জীব নিগ্রহে কি করে ॥৩৩।
বিষয়েতে রাগ দ্বেষ অবশ্য ত্যজিবে।
অবশেষে বিষয়েতে নিষ্কাম জন্মিবে ॥৩৪।

সগুণ পরের ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম বিগুণ।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয় তথাপি অর্জ্জুন ॥৩৫।

অর্জ্জুন। জীবের অনিচ্ছা যদি পাপ আচরণ।
কে তারে করায় পাপ কহ নারায়ণ ॥৩৬।

ভগবান। রজোগুণ সমুদ্ভুত কাম এর মূল।
কামে ক্রোধ আদি, কাম অনর্থ সঙ্কুল ॥৩৭।
ধূমাবৃত বিভাবসু যথা ক্ষীণকায়।
কামাবৃত জীববৃন্দ জানিবে নিশ্চয় ॥৩৮।
সেই নিত্য বৈরী কাম আগুনের সম।
জ্ঞান মার্গ আবরিয়া উপজয়ে তম ॥৩৯।
দেহীর ইন্দ্রিয় মন জ্ঞান আদি যত।
কাম মোহ অভিভূত রাখয়ে সতত ॥৪০।
সেই হেতু ইন্দ্রিয়াদি করি নিয়মিত।
পাপরূপ কাম পার্থ কর পরাজিত ॥৪১।
ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠতর জান।
মন হ'তে বুদ্ধি, আত্মা বুদ্ধি হ'তে মান ॥৪২॥
আত্মা হ'তে জড় ভিন্ন এমতি জানিবে।
দুরাসদ কাম শত্রু নিয়ত নাশিবে ॥৪৩।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্ম যোগ নাম তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:():—

ভগবান। জানি সূর্য্য মম কাছে এই যোগ কথা।
মনুরে বলিল, মনু ইক্ষ্বাকুরে যথা ॥১।
পর পর জানি ইহা যত রাজগণ।
এ হেন নিষ্কাম যোগে না করে যতন ॥২।
সখা আর ভক্ত তব উপকার তরে।
পুরাতন সেই যোগ বলিনু তোমারে ॥৩।

অর্জ্জুন। সূর্য্যের জনম পরে তোমার জনম।
শিখালে কেমনে যোগ তারে নরোত্তম ॥৪।

ভগবান। তুমি আমি জন্ম বহু করেছি গ্রহণ।
আছে সব মনে মম, তব বিস্মরণ ॥৫।
অজ ও অব্যয় আমি ভূতের ঈশ্বর।
আত্মমায়া স্বইচ্ছায় হই অবতার ॥৬।
হইলে ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের জয়।
তখনি আমার পার্থ আবির্ভাব হয় ॥৭।
সাধুগণে পরিত্রাণ, দুষ্কৃতি বিনাশ।
ধর্ম্মের স্থাপন অর্থে আমার প্রকাশ ॥৮।
মম জন্ম কর্ম্ম পার্থ জানে যেই জন।
ত্যজি দেহ পুনঃ জন্ম না পায় কখন ॥৯।
ক্রোধ ভয় শূন্য আর আমাতে আশ্রয়।
করিয়া লভিল প্রেম মম ভক্তচয় ॥১০।

ভক্তের বিশ্বাস মত ভজি আমি তারে।
মনুষ্য আমার বর্ম্মে সতত বিচরে ॥১১।
কর্ম্ম সিদ্ধি হেতু নর পূজে দেবগণে।
ইহ লোকে কর্ম্ম ফল পায় তে কারণে ॥১২।
চারি বর্ণ সৃজিলাম কর্ম্ম অনুসারে।
অকর্ত্তা অব্যয় বলি জান সে কর্ত্তারে ॥১৩।
কর্ম্ম লিপ্ত নহি আমি নাহি ফল আশ।
ছিন্ন কর্ম্ম পাশ যার এরূপ বিশ্বাস ॥১৪।
করিল মুমুক্ষুগণ কর্ম্ম হেন মতে।
সেই অনুসারে কর্ম্ম কর বিধিমতে ॥১৫।
কর্ম্মাকর্ম্ম ভেদ জ্ঞানে মুগ্ধ কবিগণ।
বলিব তোমারে যাহে মোক্ষ উপার্জ্জন ॥১৬।
কর্ম্মাকর্ম্ম গতি পার্থ পৃথক জানিবে।
কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব দুর্গম মানিবে ॥১৭।
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম আর অকর্ম্মে করম।
যে দেখে সে যুক্ত তার বুদ্ধির চরম ॥১৮।
নিষ্কাম যাহার হয় কর্ম্ম সমুদায়।
জ্ঞানানল দগ্ধ কর্ম্ম পণ্ডিতেতে কয় ॥১৯।
ফলাসঙ্গ ত্যজি কর্ম্ম করে যেই জন।
প্রবৃত্ত থাকিয়া কর্ম্মে অকর্ম্মী সে হন ॥২০।
আশাশূন্য হয়ে চিত্ত রাখি বুদ্ধি বশে।
শরীর ধারণে কর্ম্মে পাপ নাহি আসে ॥২১।
অনায়াস লাভে তুষ্ট মাৎসর্য্য বিহীন।
সিদ্ধাসিদ্ধে সমজ্ঞান সেই যে প্রবীণ ॥২২।

গতসঙ্গ মুক্ত আর জ্ঞান অবস্থিত।
পুরুষের যজ্ঞ কর্ম্ম হয় বিলোপিত ॥২৩।
ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্মহবি যে করে অর্পণ।
ব্রহ্মকর্ম্মে ব্রহ্মমার্গে করে বিচরণ ॥২৪।
কোন যোগী দৈব যজ্ঞ করে উপাসনা।
ব্রহ্মাগ্নিতে জ্ঞানযোগী করয়ে যাজনা ॥২৫।
ইন্দ্রিয়েতে করে যাগ সংযম আগুণে।
ইন্দ্রিয় আগুণে কেহ শব্দাদি প্রদানে ॥২৬।
সকল ইন্দ্রিয় কর্ম্ম প্রাণ কর্ম্ম দানে।
আত্ম সংযমন যাগ করে অন্যজনে ॥২৭।
দ্রব্য যজ্ঞ, তপ যজ্ঞ, যোগযজ্ঞ তথা।
স্বাধ্যায়, ও জ্ঞান যজ্ঞ জানিবে সর্ব্বথা ॥২৮।
প্রাণাপান বায়ুতে কেহবা যাগকরে।
স্বল্পাহারে প্রাণে হোম করয়ে অপরে ॥২৯।
যজ্ঞ ক্ষয় পাপ এই যজ্ঞবিদ্ গণে।
যজ্ঞশিষ্টামৃত পানে পায় সনাতনে ॥৩০।
অযজ্ঞের ইহলোক নাহি এই ভবে।
পরলোক তবে তার কেমনে সম্ভবে ॥৩১।
বেদ প্রণোদিত যজ্ঞ জানিবে এ সব।
এই সবে কর্ম্ম জানি হবে মুক্তি তব ॥৩২।
জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ দ্রব্যময় চেয়ে।
সকল কর্ম্মের শেষ জ্ঞানেতে আসিয়ে ॥৩৩।
তত্ত্বদর্শী গুরুবরে সেবায় তুষিবে।
তাঁহার নিকট জ্ঞান উপদেশ পাবে ॥ ৩৪।

না হইবে হেন মোহ লভিলে সে জ্ঞান ॥
জানিবে আমাতে জীব সদা বিদ্যমান ॥৩৫।
শত শত পাপ তুমি করে থাক যদি।
জ্ঞান-পোতে হ'বে পার পাপের জলধি ॥৩৬।
জলন্ত অনলে ছাই কাষ্ঠ আদি যত।
সর্ব্ব কর্ম্ম জ্ঞান অগ্নি করে ভস্মীভূত ॥৩৭।
পবিত্র পদার্থ আর জ্ঞান সম কিবা।
যোগসিদ্ধি ফলে জ্ঞান নিশ্চয় পাইবা ॥৩৮।
তৎপর সংযতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবান নর।
জ্ঞানলভি পরাশান্তি পায় অতঃপর ॥৩৯।
কর্ম্মতত্ত্ব অজ্ঞজনে সংশয় অপার।
ইহ পর লোকে সুখ না হয় তাঁহার ॥৪০।
লভয়ে সন্ন্যাস যেই কর্ম্মযোগ বলে।
না করে আবদ্ধ তারে কর্ম্মের শৃঙ্খলে ॥৪১।
অজ্ঞান সম্ভূত তব কর্ম্মের সংশয়।
জ্ঞান অসি দিয়া ছেদ কর ধনঞ্জয় ॥৪২।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদগীতা
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞান
যোগ নাম চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:০:—

অর্জ্জুন। নিশ্চয় করিয়া মোরে কহ দামোদর।
কর্ম্ম ও সন্ন্যাস মধ্যে কিবা গুরুতর ॥১।
ভগবান। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ে সমান।
কর্ম্মযোগ তার মধ্যে জানিবে শ্রেয়ান্ ॥২।
নির্দ্বন্দ্ব কামনা হীন সন্ন্যাসী যে জন।
সুখী সদা কর্ম্মপাশ তার বিমোচন ॥৩।
সাংখ্য যোগে ভেদাভেদ পণ্ডিতে না ভাবে।
ইহাদের আচরণে সমফল পাবে ॥৪।
সাংখ্য আর যোগে জ্ঞান নাহি কোন ভিন।
যেই সাংখ্য সেই যোগ জানিবে প্রবীণ ॥৫।
পায় দুঃখ নানাবিধ অযুক্ত সন্ন্যাসে।
যোগ যুক্ত মুনি ব্রহ্ম লভে অনায়াসে ॥৬।
যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা আর।
জিতেন্দ্রিয় লোকপূজ্য নির্লিপ্ত ব্যাপার ॥৭।
কর্ম্ম যোগী করি কর্ম্ম ভাবে মনে মনে।
সে সকল কর্ম্ম হয় ইন্দ্রিয় বিধানে ॥৮-৯।
ফল আশা ত্যজি কর্ম্ম ব্রহ্মেতে অর্পিলে।
কর্ম্ম পাপ লিপ্ত নয়, যথা পদ্ম জলে ॥১০।
কায়মন বাক্যে আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা।
সঙ্গ ত্যজি করে কর্ম্ম যোগী জন যাঁরা ॥১১।

কর্ম্ম মোক্ষ লভে যোগী ত্যজি ফল আশ।
সকাম কর্ম্মীরে বদ্ধ করে কর্ম্ম পাশ ॥১২।
নবদ্বার পুরে দেহী করে সুখে বাস।
মনেতে করিয়া সব কর্ম্মের সন্ন্যাস ॥১৩।
লোকের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম নহে প্রভুমতে।
করয়ে সংযোগ কর্ম্ম ফল স্বভাবেতে ॥১৪।
সুকৃতি দুষ্কৃতি বিভু না করে গ্রহণ।
অজ্ঞান আবৃত যাহা করে জীবগণ ॥১৫।
জ্ঞানেতে অজ্ঞান যার হয় বিনাশন।
পরম তত্ত্বের সেই পায় দরশন ॥১৬।
পরম পদার্থে যাঁর হয় নিষ্ঠামন।
মোক্ষ লাভ হয় তার নিষ্পাপ সে জন ॥১৭।
মাতঙ্গ পতঙ্গ আর চণ্ডাল ব্রাহ্মণ।
সকলেতে সমদৃষ্টি পণ্ডিত যে জন ॥১৮।
ইহলোকে পান স্বর্গ সাম্যে স্থিত মন।
নির্দ্দোষ ব্রহ্মের সম ব্রহ্ম পরায়ণ ॥১৯।
ব্রহ্মবিদ্ সাধু ব্রহ্মে থাকি অনুক্ষণ।
সুখ দুঃখে ভেদাভেদ না করে কখন ॥২০।
ব্রহ্মযোগ যুক্ত হন যেই মহাজন।
লভয়ে অক্ষয় সুখ সদা সর্ব্বক্ষণ ॥২১।
অনিত্য দুঃখদ সুখ ইন্দ্রিয় জনিত।
তাই নাহি রত তাহে পণ্ডিতের চিত ॥২২।
দেহের বিনাশ আগে যেই যুক্তজন।
কাম ক্রোধ বেগ সহে সুখী তিনি হন ॥২৩।

ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ লভে যোগী ব্রহ্মভূত।
অনিত্য সংসার সুখ যাহে অনুভূত ॥২৪।
যত চিত্ত ক্ষীণ পাপ জীব হিতে রত।
ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ পায় সংশয় রহিত ॥২৫।
বিদিতাত্মা যতচেতা ক্রোধ বিবর্জ্জিত।
কামশূন্য যতি হয় ব্রহ্মে নির্ব্বাপিত ॥২৬।
প্রাণাপানে সম করি নাশিকার পানে।
চাহিবে ভ্রূযুগমাঝে রাখিয়া নয়নে ॥২৭।
যতেন্দ্রিয় মনবুদ্ধি মোক্ষ পরায়ণ।
বিগতেচ্ছা ভয় ক্রোধ মুক্ত সেইজন ॥২৮।
যজ্ঞ তপ ভোক্তা সর্ব্ব জীবেরসুহৃৎ।
জানিলে আমারে মোক্ষ লভিবে নিশ্চিৎ ॥২৯।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সন্ন্যাস
যোগ নাম পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভগবান। নিষ্কাম করয়ে কর্ম্ম যোগী সেই জন।
নিরগ্নি নিষ্ক্রিয় নহে যোগী কদাচন ॥১।
যোগ আর সন্ন্যাসেরে একই জানিবে।
না হ'লে নিষ্কাম পার্থ যোগী না হইবে ॥২।

আরোহণ কালে যোগে কর্ম্ম প্রয়োজন।
আরূঢ়ের সম পার্থ জানিবে কারণ ॥৩।
ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়েতে আসক্তি রহিত।
যোগারূঢ় যোগী নামে হয় সে বিহিত ॥৪।
না বিনাশি আত্মা দিয়া আত্মা উদ্ধারিবে।
আত্মাই আত্মার বন্ধু, শত্রু ও জানিবে ॥৫।
ইন্দ্রিয় জিতের আত্মা বন্ধু বলি মান।
অজিত মনের আত্মা শত্রু বলি জান ॥৬।
শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ মান অপমান।
জিতাত্মা প্রশান্ত চেতা করে সমজ্ঞান ॥৭।
জ্ঞান ও বিজ্ঞান তৃপ্ত জিতেন্দ্রিয়গণ।
লোষ্ট্র কাঞ্চনেতে করে সম দরশন ॥৮।
শত্রু মিত্র সাধু আর অসাধুর প্রতি।
দেখাইয়া সমভাব লভেন সুখ্যাতি ॥৯।
একান্তে করিবে যোগী সদামন স্থির।
নিষ্কাম অপরিগ্রহ হইবে সুধীর ॥১০।
শুদ্ধ স্থানে মৃগাজিনে বস্ত্র কুশাসনে।
নাতি উচ্চ নাতি নিম্ন বসিবে ধেয়ানে ॥১১।
তথায় একাগ্রচিত বসি এক মনে।
চিত্ত শুদ্ধ হেতু তবে থাকিবে যতনে ॥১২।
শরীর মস্তক গ্রীবা রাখি সমভাবে।
নাসাগ্র দেখিবে নাহি অন্য দিকে চাবে ॥১৩।
প্রশান্তাত্মা ভয়হীন ব্রহ্মচর্য্যে ব্রতী।
রাখিবে সংযত চিত সদা মোর প্রতি ॥১৪।

এইরূপ ধ্যানে যোগী পাইবে নিশ্চয়।
নির্ব্বাণ পরমাশান্তি নাহিক সংশয় ॥১৫।
বহ্বাহারী অনাহারী নিদ্রাপ্রিয় জন।
নিদ্রাশূন্য নাহি হয় যোগী কদাচন ॥১৬।
কর্ম্ম চেষ্টা আর যুক্ত আহার বিহার।
জাগ্রত স্বপন যুত যোগ হয় তার ॥১৭।
আত্মতত্ত্বে নিয়োজিত চিত যেই হয়।
নিস্পৃহ সকল কামে যুক্ত তারে কয় ॥১৮।
সুস্থির প্রদীপ যথা নির্ব্বাত প্রদেশে।
যত চিত যোগীচিত থাকি যোগ বশে ॥১৯।
নিরুদ্ধ হইবে চিত জড় হ'তে যবে।
পরমাত্মা দরশনে পরিতুষ্ট হ'বে ॥২০।
অতীন্দ্রিয় অতিশয় হয় পুলকিত।
তত্ত্ব হ'তে চিত তার নহে বিচলিত ॥২১।
এ সুখের সনে কিছু নাহিক তুলনা।
যোগস্থিত কোন দুঃখ না করে গণনা ॥২২।
হইবে অচিরে সব দুঃখ তিরোহিত।
রাখিবে যোগেতে সাধু এই বলি চিত ॥২৩।
সঙ্কল্প জনিত কাম করি পরিত্যাগ।
মনেতে ইন্দ্রিয় দমি করিবেন যাগ ॥২৪।
ধৃতি হ'তে উপরতি শিখিয়া বিধান।
আত্ম-সংস্থ মন করি করিবে ধেয়ান ॥২৫।
যে সময়ে মন তব হ'বে বিচলিত।
যতনে আত্মার বশে কর নিবেশিত ॥২৬।

হেন শান্তচিত্ত সাধু নিষ্পাপ শরীর।
লভয়ে সুন্দর সুখ ব্রহ্মভূত ধীর ॥২৭।
এ হেন সংযমী যোগী পাপ বিরহিত।
ব্রহ্মস্পর্শ সুখে সদা হন পুলকিত॥২৮।
সর্ব্ব জীব স্ব আত্মায় জীব আত্মাময়।
সমান দর্শন সবে যোগযুক্ত হয় ॥২৯।
সর্ব্বত্র দেখয়ে মোরে আমাতে সকল।
বিনষ্ট না হয় সেই পায় মম বল ॥৩০।
সর্ব্ব জীবে স্থিত মোরে ভজে যেই জন।
কর্ম্মযুক্ত যোগী তার আমাতে মিলন ॥৩১।
আপনাব সম জীবে দেখে অনুক্ষণ।
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী যোগী মহাজন ॥৩২।
অর্জ্জুন। এই যোগ উপদেশ না পারি বুঝিতে।
সাম্য বুদ্ধি যোগেস্থির রাখিব কিমতে ॥৩৩।
বিবেক বুদ্ধিরে মন করয়ে মথিত।
ঝটিকার সম ইহা নহে নিগ্রহিত ॥৩৪।
ভগবান। যা কহিলে সত্য পার্থ এতে নাহি আন।
অভ্যাসে বৈরাগ্যে মনে স্ববশেতে আন ॥৩৫।
অযসংত আত্মা কাছে দুরূহ এ যোগ।
সংযতাত্মা করে ইহা সুখে উপভোগ ॥৩৬।
অর্জ্জুন। অযতি শ্রদ্ধায় যোগে করি আরোহণ।
বিচলিত হ'লে কৃষ্ণ কি গতি তখন ॥৩৭।
অপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্ম পথ বিমূঢ় সে জন।
ছিন্ন-অভ্র মত কিহে পাইবে নিধন ॥৩৮।

এ মোর সংশয় কৃষ্ণ করহে ছেদন।
তুমি বিনা আর কেহ না পারে কথন ॥৩৯।
ভগবান। কল্যাণ পাইয়া যোগী হয় পূর্ণ আশ।
ইহ পর লোকে তাঁর না হয় বিনাশ ॥৪০।
যোগভ্রষ্ট স্বর্গ ত্যজি জনমে ধরায়।
শ্রেষ্ঠ বর্ণ কিবা ধনী ভবনেতে যায় ॥৪১।
অথবা ধীমান যোগী ভবনে জনম।
জনম এহেন কুলে জান শ্রেষ্ঠতম ॥৪২।
পুনঃ পুনঃ সেই কুলে লভিয়া জনম।
পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগে মন করয়ে সংযম ॥৪৩।
পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগ শাস্ত্র জিজ্ঞাসু সুধীরে।
বেদোক্ত সকাম কর্ম্মে অতিক্রম করে ॥৪৪।
জন্ম জন্মান্তরে যোগ অভ্যাস করিয়া।
মোক্ষ লাভ করে জীব নিষ্পাপ হইয়া ॥৪৫।
তপস্বী হইতে যোগী তার চেয়ে জ্ঞানী।
কর্ম্মী হ'তে যোগী শ্রেষ্ঠ এই সত্য জানি ॥৪৬।
শ্রদ্ধায় আমারে পার্থ ভজে যেই জন।
সকল যোগীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি হন ॥৪৭।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ধ্যান
যোগ নাম ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

—:০:—

ভগবান। আমাতে আশক্ত মন যোগ মদাশ্রয়।
করিলে আমারে পার্থ জানিবে নিশ্চয় ॥১।
বিজ্ঞানের সহ জ্ঞান করি উপদেশ।
না থাকে জানিলে তাহা কিছু অবশেষ ॥২।
জন কত এ জগতে সিদ্ধিরে যতনে।
কেহ কেহ তার মধ্যে মম তত্ত্ব জানে ॥৩।
ক্ষিত্যপ্তেজ মরুদ্ব্যোম অহঙ্কার আর।
মন, বুদ্ধি ছাড়া জান প্রকৃতি আমার ॥৪।
এ ভিন্ন প্রকৃতি পরা আছয়ে আমার।
জীবভূত শক্তি যাহা জীবের আধার ॥৫।
স্থাবর জঙ্গম এই শক্তির প্রভাবে।
উৎপত্তি প্রলয় মূল আমারে জানিবে ॥৬।
শ্রেষ্ঠ কিছু আমা চেয়ে না আছে ফাল্গুনি।
আমাতে গ্রথিত সব সূত্রে যথা মণি ॥৭।
বেদের প্রণব শব্দ, পৌরুষ মানবে।
বারি রস, রবি শশি কিরণ জানিবে ॥৮।
পুণ্য গন্ধ পৃথিবীর, আমি সৌরকর।
জীবের জীবন, তপ তপস্বীর আর ॥৯।
সনাতন বীজ আমি সর্ব্ব জীবে জান।
তেজস্বীর তেজ আমি, সুবোধের জ্ঞান ॥১০।

বলিষ্ঠের বল কাম রাগ বিবর্জ্জিত।
ধর্ম্ম অবিরুদ্ধ কাম জীবেতে ভারত ॥১১।
আমাতে উৎপন্ন যেই সত্ত্ব রজ তম।
আমার অধীনে তারা থাকে নরোত্তম ॥১২।
আচ্ছন্ন জগৎ সদা এই তিন গুণে।
অব্যয় আমারে নর তাই নাহি জানে ॥১৩।
আমার মায়ায় মুগ্ধ থাকে ক্ষুদ্র নরে।
আমাতে বিশ্বাস করি মায়ানদী তরে ॥১৪।
দুষ্ট মূঢ় নরাধম মায়ামুগ্ধ জন।
আমাতে বিশ্বাস নাহি করে কদাচন ॥১৫।
অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী, আর্ত্ত চারিজন।
সুকৃতির মধ্যে মোরে করয়ে ভজন ॥১৬।
এ সবার মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ভক্ত মম।
প্রিয় সে আমার আমি তার প্রিয়তম ॥১৭।
উদার সকলে কিন্তু জ্ঞানী শ্রেষ্ঠতম।
জ্ঞান বলে লভে সেই, গতি সর্ব্বোত্তম ॥১৮।
বহুজন্ম পরে মোরে পায় জ্ঞানী জন।
ব্রহ্মময় সদা সেই করে দরশন ॥১৯।
বিমুগ্ধ কামেতে নর পূজে দেবগণে।
স্ব প্রকৃতি মতে যত্নে নিয়ম পালনে ॥২০।
যে যার উপাস্য দেবে পূজে যে আকারে।
তাহাতে অচলা ভক্তি দেই আমি তারে ॥২১।
শ্রদ্ধা করি উপাসনা করি সেই দেবে।
মদ্বিহিত কাম তাহে অবশ্য পাইবে ॥২২।

বিনশ্বর ফল লভে অল্প বুদ্ধি নরে।
সে পায় উপাস্যে তার মম ভক্ত মোরে ॥২৩।
অব্যক্ত আমারে যেই ব্যক্তি বলি মানে।
আমার উত্তম ভাব মূঢ় নাহি জানে ॥২৪।
যোগ মায়া রত সবে না জানে আমারে।
অব্যয় বলিযা তাই মনে নাহি করে ॥২৫।
অতীত ভবিষ্য আর বর্ত্তমান জানি।
আমারে না জানে যত জগতের প্রাণী ॥২৬।
সৃষ্টি কালে জীব বৃন্দ হয বিমোহিত।
ইচ্ছা দ্বেষ দ্বন্দ্বে তারে করয়ে জড়িত ॥২৭।
পুণ্য কর্ম্মা জীব যার পাপ বিদূরিত।
সেই মোরে ভজে পার্থ হ'য়ে দৃঢ় ব্রত ॥২৮।
মোক্ষ হেতু আমার যে করয়ে সাধন।
ব্রহ্ম কর্ম্ম আদি জানে অধ্যাত্ম সেজন ॥২৯।
অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ আর।
অন্তিমে জানয়ে মোরে সকলের সার ॥৩০।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিজ্ঞান
যোগ নাম সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

—:():—

অর্জ্জুন। অধিভূত অধিযজ্ঞ অধিদৈব আর।
কিবা ব্রহ্ম কিবা কর্ম্ম কহ সারোদ্ধার ॥১।
অন্তিমেতে নিয়তাত্মা কিরূপে তোমায়।
দেখিবারে পায় কৃষ্ণ কহ তা আমায় ॥২।
ভগবান। অক্ষয় পরম ব্রহ্ম স্বভাব সতত।
ভুতোদ্ভব কর কর্ম্ম জান এই মত ॥৩.
নশ্বর পদার্থ অধিভূত বলি মান।
পুরুষাধিদৈব, আত্মা অধিযজ্ঞ জান ॥৪।
অন্তকালে আমাবে ভাবিয়া যেই মবে।
আমার যে ভাব পার্থ অবশ্য সে ধবে ॥৫।
যে যে ভাব ভাবি মম ত্যজয়ে জীবন।
সেই সেই ভাব মম ধরে সেই জন ॥৬।
স্মরিয়া আমারে তুমি কর যুদ্ধ পণ।
পাইবে আমারে পার্থ না হ'বে নিধন ॥৭।
অভ্যাস সুস্থির চিতে চিন্তিলে আমায়।
পবম পুরুষ মোরে, পাইবে নিশ্চয় ॥৮।

সর্ব্ব জ্ঞানী সনাতন, সকলের ধাতা হন;
পরমাণু হ'তে সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্মতম। •
অচিন্ত্য স্বরূপ তার, নিয়ামক সবাকার;
তেজময় তমোহীন আদিত্যের সম ॥৯।

মৃত্যু কালে যেইজন, হইয়া অচল মন ;
ভক্তি যোগে যোগযুক্ত মুক্তি লাভ তরে।
ভ্রূমধ্যে রাখিয়া প্রাণে, থাকয়ে বিষ্ণুর ধ্যানে ;
অন্তিমেতে পায় সেই দিব্য পুরুষেরে ॥১০।

বেদবিদ্ যেইজনে, অক্ষর বলিয়া জানে;
বীতরাগ যোগী যাহে করয়ে প্রবেশ।
ব্রহ্মচারী যার তরে, ব্রহ্মচর্য্য বেশ ধরে ;
সেই পদ লভিবার বলিব উদ্দেশ ॥১১।

সর্ব্বদ্বার সংযমিয়া রাখি মন হৃদে।
মস্তকে আনিয়া প্রাণে যোগের প্রসাদে ॥ ১২।
ওঁকার উচ্চারি যেই ত্যজয়ে জীবন।
অন্তিমে পরমগতি পায় সেই জন ॥ ১৩।
হইয়া অনন্যচিত ভজে যে আমারে।
হই হে সুলভ আমি সেই যোগীবরে ॥ ১৪।
পাইলে আমারে, সর্ব্ব দুঃখের আলয়—
পুণর্জন্ম মহাত্মার আর নাহি হয় ॥ ১৫।
আব্রহ্ম ভুবন হ'তে জন্ম পুনঃ হয়।
পাইলে আমারে আর কভু জন্ম নয় ॥ ১৬।
ব্রহ্মার দিবস এক সহস্র যুগেতে।
সহস্র যুগেতে রাত্রি জানয়ে পণ্ডিতে ॥ ১৭।
অব্যক্ত সকল ব্যক্ত ব্রহ্মার দিবসে।
আসিলে রজনী তার সকলেরে নাশে ॥ ১৮
দিবসে উৎপত্তি আর রজনীতে ক্ষয়।
এইরূপ জান পার্থ যত জীবচয় ॥ ১৯

ব্যক্ত হ'তে শ্রেষ্ঠ যাহা তাই সনাতন।
সকলের নাশে তার না হয় নিধন ॥২০।
অব্যক্ত অক্ষয় সেই পরাগতি সার।
পাইলে সে ধাম জীব নাহি ফিরে আর ॥২১।
পরম পুরুষ লভ্য ভক্তিবশে জানি।
তাঁহাতে সমস্ত জীব সর্ব্বজীবে তিনি ॥২২।
অনাবৃত্তি আবৃত্তি যোগীর যে সময়।
বলিব তোমারে তাহা শুন ধনঞ্জয় ॥২৩
অগ্নি জ্যোতি শুভ দিন, উত্তর অয়ণে।
দেহ ত্যাগে ব্রহ্মবিদ্ পায় নারায়ণে ॥২৪।
ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপর্ব্ব, দক্ষিণ অয়ণে।
মরিলে জনম পুন হয় এ ভুবনে ॥২৫।
শুক্লকৃষ্ণ সনাতন গতি পৃথিবীতে।
একেতে আবৃত্তি অনাবৃত্তি অপরেতে ॥২৬।
মার্গভেদ জানি যোগী মোহিত না হয়।
যোগযুক্ত সদা তেঁই থাক ধনঞ্জয় ॥২৭।

বেদ যজ্ঞ তপ দানে, যত পুণ্য ফল আনে;
ভক্তিযোগে সকলি সম্ভবে।
লভি সে সকল ফলে, যোগীজন কুতূহলে;
আদি ও পরম স্থান পাবে ॥২৮।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে তারকব্রহ্ম যোগ
নাম অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

—:():—

ভগবান। বিজ্ঞান সহিত যোগ গুহ্যতম তায়।
বলিব তোমারে পার্থ মুক্তি পাবে যায়॥ ১।
রাজবিদ্যা রাজগুহ্য পবিত্র এ জ্ঞান।
প্রত্যক্ষানুভব ধর্ম্ম সহজ বিধান॥২।
শ্রদ্ধাহীন পুরুষ না লভি এই জ্ঞান।
আমা হ'তে সংসারেতে করয়ে পয়ান॥৩।
অব্যক্ত আমার ব্যাপ্তি সমস্ত জগতে।
আমাতে জীবের বাস নাহি আমি তাতে॥৪।
আমার ঐশ্বর্য্য যোগ দেখি জীবগণ।
ভূতভাবন ভূতস্থ করয়ে গণন॥৫।
আকাশে বায়ুর যথা সর্ব্বত্র গমন।
আমাতে জীবের তথা হয় বিচরণ॥৬।
কল্পক্ষয়ে জীবগণ আমাতে পশয়ে।
কল্পারম্ভে পুন আমি সৃজি সমুদয়ে॥৭।
আমার প্রকৃতি বশে সৃজি আমিজীবে।
জীববৃন্দ প্রকৃতির বশেতে জানিবে॥৮।
সেই সব কর্ম্ম মোরে স্পর্শিতে না পারে।
উদাসীন সঙ্গমুক্ত জানিবে আমারে॥৯।
মম বলে চরাচর প্রকৃতি প্রসবে।
জগৎ সৃজিত পুন তাই সে জানিবে॥১০।

মানব আকারে মূঢ় দেখয়ে আমারে।
ভূতের ঈশ্বর ভাব জানিতে না পারে ॥১১।
রাক্ষসী আসুরী মায়া মোহিত মানব।
বৃথা আশা বৃথা কর্ম্ম বৃথা জ্ঞান সব ॥১২।
দেবভাবে পুণ্য আত্মা অনন্য মানসে।
ভূতাদি অব্যয় মোরে ভজয়ে হরষে ॥১৩।
গুণ মম দৃঢ়ব্রত করয়ে কীর্ত্তন।
নিত্যযুক্ত হ'য়ে মোরে করে উপাসন ॥১৪।
জ্ঞান যজ্ঞে যাজক করয়ে আরাধনা
পৃথক জানিয়া কেহ করে উপাসনা ॥১৫।
ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা আমি, মহৌষধ সার।
আমি মন্ত্র, ঘৃত, অগ্নি, আমি হোম আর ॥১৬।
জগতের পিতামাতা পিতামহ ধাতা।
ওঁকার বেদের ঋক্ যযু সাম দাতা ॥১৭।
গতি ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণ।
প্রভব, প্রলয়, স্থান, অব্যয়, নিধান ॥১৮।
তাপ, বৃষ্টি, মৃত্যু, আর সদসৎ হেতু।
আমিই অমৃত পুন জান ভীমকেতু ॥১৯।

সোম রস পানে নিষ্পাপ যে জন,
বেদবিদ্ সদা করয়ে যজন,
লভি পুণ্যধাম সুরেন্দ্র ভবন,
কিছুকাল তথা সুখেতে রয় ॥২০।

স্বর্গসুখ সুধা ভুঞ্জি সেই নরে,
ক্ষীণপুণ্য যবে হয় অতঃপরে,
আবার জনমে এভব সংসারে,
পুনঃ পুনঃ তার পতন হয় ॥২১।

অনন্য হইয়া চিত্ত যে ভজে আমারে।
নিত্য অভিযুক্ত সেই সিদ্ধি দেই তারে ॥২২।
শ্রদ্ধায় পূজয়ে যারা অন্য দেবতায়।
তারাও জানিবে পার্থ ভজয়ে আমায় ॥২৩।
সকল যজ্ঞের ভোক্তা প্রভু আমি সবে।
আমার বিশেষ তত্ত্ব না জানে মানবে ॥২৪।
পিতৃব্রত পিতৃলোকে, দেবে দেবব্রতে।
মম ভক্ত পায় মোরে ভূত যাজি ভূতে ॥২৫।
পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যে দেয় আমারে।
ভক্তি ভরে দিলে আমি লই যত্নক'রে ॥২৬।
যত কার্য্য যত ভোগ যতেক যজন।
তপস্যাদি মোরে পার্থ করিবে অর্পণ ॥২৭।
শুভাশুভ কর্ম্ম ফলে পাইয়া নিষ্কৃতি।
যোগযুক্ত হ'য়ে পার্থ লভিবে সুকৃতি ॥২৮।
সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি জানিবে আমার।
ভক্ত মম প্রিয়তম আমি প্রিয় তার ॥২৯।
দুরাচার করে যদি আমার ভজন।
সাধু বলি তারে পার্থ করিবে গণন ॥৩০।

আমার যে ভক্ত তার না হয় বিনাশ।
শান্তি সুধা লভে যার আমাতে বিশ্বাস ॥ ৩১।
পাপযোনি করে যদি আমাকে আশ্রয়।
লভয়ে পরম গতি জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩২।
নীচযোগী ভক্ত মোর যদি মুক্তি পায়।
শ্রেষ্ঠযোগী কথা কিবা তার তুলনায় ॥ ৩৩।
আমারে মনন করি মম পরায়ণ।
ভজ মোরে দূর হবে ভবের বন্ধন ॥ ৩৪।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে রাজগুহ্য যোগ নাম
নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

—ঃ()ঃ—

ভগবান। আরো কিছু কথা তব হিতের লাগিয়া।
বলিব তোমারে পার্থ শুন মন দিয়া ॥১।
আমাতে উৎপত্তি লভি দেবঋষিগণে।
আমার বিশেষ তত্ত্ব কিছুই না জানে ॥২।

অজ ও অনাদি আমি লোক মহেশ্বর।
জানিলে নিষ্পাপ পার্থ হয় সব নর ॥৩।
সম, দম, ক্ষমা, সত্য, মোহ, বুদ্ধি, জ্ঞান।
সুখ, দুঃখ, ভাবাভাব, আদি করি জান ॥৪।
অহিংসা সমতা তুষ্টি তপোদান আর।
ভূতের এ সব ভাব নহেক আমার ॥৫।
সপ্তঋষি, পূর্ব্বে চারি আর মনুগণ।
মনোদ্ভূত; প্রজা যত তাদের নন্দন ॥৬।
আমার বিভূতি সব যেই জন জানে।
সমর্থ সে অবিকল্প যোগের সাধনে ॥৭।
সকলের স্রষ্টা আমি সকল আমাতে।
এই ভাবি ভজে মোরে যতেক পণ্ডিতে ॥৮।
করিয়া আমাতে চিত্তমন সমর্পণ।
আমার গুণের কথা করয়ে কীর্ত্তন ॥৯।
সদাযুক্ত সেই সব মম ভক্তগণে।
পাঠাই পবিত্রধামে বুদ্ধি যোগ দানে ॥১০।
তাদের অজ্ঞানতম জ্ঞানদীপ দিয়া।
দয়া করি করি নাশ ভাবস্থ থাকিয়া ॥১১।

অর্জ্জুন। পরব্রহ্ম পরধাম পবিত্র তোমায়।
পরম পুরুষ নিত্য আদিদেব কয় ॥১২।
নারদ দেবল ব্যাস আদি ঋষিগণ।
তুমিও স্বয়ং ইহা কহিলে আপন ॥১৩।
যা কহিলে সত্য বলি মানি সমুদায়।
দেবতা মানব তব তত্ত্ব নাহি পায় ॥১৪।

তুমিই জানহে তব তত্ত্ব নারায়ণ।
জগতের পতি দেব হে ভূতভাবন ॥১৫।
দয়া করি কহ দিব্য বিভূতি আমারে।
যেরূপেতে ব্যাপ্ত তুমি বিশ্বচরাচরে ॥১৬।
কিরূপ জানিয়া তব করিব চিন্তন।
কি আকারে করি ধ্যান কহ নারায়ণ ॥১৭।
তোমার বিভূতি যোগ শুনিলে বিস্তর।
বাড়য়ে পিপাসা তাহে নহে তৃপ্তনর ॥১৮।
ভগবান। অনন্ত বিভূতি মম বিশ্বচরাচরে।
গুটিকত প্রধানত বলিব তোমারে ॥১৯।
জগতের আত্মা আমি শুন ধনঞ্জয়।
আদি, অন্ত, মধ্য আমি জীবের নিশ্চয় ॥২০।
মরীচীমরুতে নক্ষত্রের শশধর।
আদিত্যের বিষ্ণু জ্যোতির্ম্ময়ে দিবাকর ॥২১।
বেদ মধ্যে সাম বেদ দেবে শচীপতি।
ভূতের চেতনা আমি ইন্দ্রিয়েতে মতি ॥২২।
বসুতে পাবক যক্ষ রক্ষে বৈশ্রবণ।
সুমেরু শিখরী মাঝে রুদ্রে ত্রিলোচন ॥২৩।
সেনানীর মধ্যে স্কন্দ সিন্ধুজলাশয়ে।
পুরোহিতে বৃহস্পতি আমারে জানয়ে ॥২৪।
স্থাবরেতে হিমাচল ভৃগু ঋষিগণে।
যজ্ঞে জপ যজ্ঞ আমি প্রণব বচনে ॥২৫।
নারদ দেবর্ষি মাঝে, অশ্বত্থ বৃক্ষেতে।
গন্ধর্ব্বের চিত্ররথ, কপিল সিদ্ধেতে ॥২৬।

নরমধ্যে নরপতি, গজে ঐরাবত।
অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা মোরে জানিবে ভারত ॥২৭।
ধেনু মাঝে কামধেনু, বজ্র আয়ুধের।
কন্দর্প প্রজন আমি, বাসুকি সর্পের ॥২৮।
নাগ মাঝে অনন্ত, বরুণ জলচরে।
পিতৃগণে অর্যমা, যমদণ্ড ধরে ॥২৯।
মৃগেতে মৃগেন্দ্র, বৈনতেয় পক্ষী মাঝে।
সংহারীর মধ্যে কাল, প্রহ্লাদ দনুজে ॥৩০।
পাবকে পবন আমি, রাম শস্ত্র ভৃতে।
মৎস্যেতে মকর, আর জাহ্নবী নদীতে ॥৩১।
আদি, অন্ত, মধ্য আমি অধ্যাত্ম বিদ্যায়।
প্রবাদীর মধ্যে বাদ জানিবে নিশ্চয় ॥৩২।
অকার অক্ষরে, দ্বন্দ্ব সমাসেতে জান।
সংহারকে কাল, ধাতা সৃষ্টির প্রধান ॥৩৩।
সর্ব্বহরে মৃত্যু, আমি উদ্ভব পরেতে।
কীর্ত্তি, বাণী, স্মৃতি ক্ষমা আমি রমণীতে ॥৩৪।
সামবেদে মহাসাম, গায়ত্রী ছন্দেতে।
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ, বসন্তঋতুতে ॥৩৫।
প্রবঞ্চকে দ্যূত, আর তেজ তেজীজনে।
বিজয় ব্যবসা আমি, বল বলীয়ানে ॥৩৬।
বৃষ্ণিবংশে বাসুদেব, পাণ্ডবে ফাল্গুনী।
কবি মাঝে শুক্রব্যাস মুনি মধ্যে মুনি ৩৭।
বিজয়ীর নীতি আমি, দণ্ড শাসকের।
জ্ঞানবানে জ্ঞান, আমি মৌনগুহ্যকের ॥৩৮।

সমস্ত জীবের আমি জানিবে কারণ।
আমি বিনা চরাচর না থাকে কখন ॥৩৯।
মম বিভূতির অন্ত নাহিক সংসারে।
নাম মাত্র এবে কিছু বলিনু তোমারে ॥৪০।
সম্পত্তি প্রভাবযুত যত বস্তু জান।
আমার বিভূতি বলি সেই সবে মান ॥৪১।
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মোরে জানিয়া কি ফল।
আমাতে জড়িত পার্থ জানিবে সকল ॥৪২।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগ
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিভূতি যোগ নাম
দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

—:০:—

অর্জ্জুন। কৃপায় যে গুহ্য কথা বলিলে আমারে।
শুনিয়া অধ্যাত্ম যোগ মোহ গেল দূরে ॥১।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের তুমি যে কারণ।
বুঝিনু অব্যয় তুমি কমললোচন ॥ ২।

মনোহর রূপ দিব্য দেখিতে তোমার।
বড় সাধ ভগবান মনেতে আমার ॥৩।
দেখিতে সক্ষম তুমি ভাব যদি মোরে।
কৃপা করি রূপ তব দেখাও কিঙ্করে ॥৪।

ভগবান। নানাবিধরূপ মম হয় ধনঞ্জয়।
নানাবর্ণ নানামূর্ত্তি দিব্য শোভাময় ॥৫।
আদিত্য মরুৎ রুদ্র অশ্বিনী কুমার।
অপূর্ব্ব আশ্চর্য্যরূপ দেখহ আমার ॥৬।
জগতেতে যাহা কিছু কর দরশন।
মম দেহে আজি সব কর নিরীক্ষণ ॥৭।
দিব্য চক্ষে দিব্যরূপ দেখিবে আমার।
চর্ম্ম চক্ষে দরশন না হয় যাহার ॥৮।
এই কথা বলি পার্থে শ্রীমধুসূদন।
দিব্যরূপে অর্জ্জুনেরে দিলা দরশন ॥৯।
অনেক নয়ন মুখ দিব্য সুশোভন।
দিব্য অস্ত্রধারী আর দিব্য আভরণ ॥১০।
দিব্যমালা দিব্যবস্ত্র দিব্যগন্ধ গায়।
আশ্চর্য্য অনন্তমূর্ত্তি শোভিল তাহায় ॥১১।
সহস্র সূর্য্যের তেজ এক যদি হয়।
বিশ্বরূপ তেজ কাছে পায় পরাজয় ॥১২।
সমস্ত জগৎ তাহে বিবিধ আকারে।
দেখিলেন পার্থ এবে সে দেব শরীরে ॥১৩
সবিস্ময়ে ধনঞ্জয় রোমাঞ্চিত কায়।
প্রণমিয়া করযোড়ে বলিল তাঁহায় ॥১৪।

অর্জ্জুন। সর্ব্বদেব আর যত জীবগণ
মহাদেব ধাতা কমল আসন
উরগ নিচয় যোগী তপোধন
দেখিতেছি দেব তব শরীরে ॥১৫।

বহু বাহু বক্ত্র, উদর নয়ন
অনন্ত তোমার রূপ নারায়ণ,
নাহি আদি অন্ত মধ্য নিরূপণ
বিশ্বজন মোহে ওরূপ হেরে ॥১৬।

তেজোরাশি দীপ্ত সর্ব্বদিগচয়,
চক্রগদাধারী কিরিটী বলয়
অনলার্কদ্যুতি অপ্রমেয় তায়
দুর্নিরীক্ষ্য দেব দেখিযে এবে ॥১৭।

অক্ষর অব্যয় ব্রহ্ম সনাতন,
বিশ্বের নিধান ধর্ম্মের পালন
পুরুষ প্রধান জ্ঞাতব্য কারণ
বিভূষিত দেব এগুণ সবে ॥১৮।

আদি অন্ত মধ্য নাহিক যাহার
ভাতিছে নয়নে চন্দ্র সূর্য্য যার
দীপ্ত হুতাশন বদন বিস্তার
অন্তহীন বাহু অনন্ত বল ॥১৯।

আকাশ পাতাল দিক সমুদয়
তব বিশ্বরূপে বিরাজিত রয়,
দেখি উগ্রমূর্ত্তি ব্যথিত হৃদয়
ভয়ে ভীত যাহে লোক সকল ॥২০।

যত দেবগণ পশে ও শরীরে,
কেহ ভয়ে ভীত কেহযুক্ত করে
মহর্ষি সকল স্তুতি বাদ করে
পুষ্কল স্তুতিতে পূজে তোমায় ॥২১।

রুদ্র বসু সাধ্য অশ্বিনী কুমার
মরুত আদিত্য বিশ্বদেব আর,
যক্ষ সুরসিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
দেখিতে তোমারে বিস্ময়ে চায় ॥২২।

বহু বক্ত্র, নেত্র অনেক উদর
বহু উরুপাদ ভীম দংষ্ট্রধর
ভয়ে ভীত ইথে বিশ্বচরাচর
দেখিয়া তোমারে কাঁপিছে হিয়া ॥২৩।

বিশাল নয়ন বদন বিস্তার,
দীপ্ত বর্ণ যাহে অগ্নি অবতার
নভস্পর্শরূপ দেখিয়া তোমার
শম ধৈর্য্য বল ধরি কি দিয়া ॥২৪।

জ্বালানল সম করাল বদন,
যাহে দন্ত পাঁতি দেখিতে ভীষণ,
হারায়েছি দিশা করি দরশন,
হও হে প্রসন্ন কিঙ্করে তব ।২৫।

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সহ রাজগণে,
ভীষ্ম দ্রোণ আদি সূত পুত্রসনে
আমাদের যত সুযোধ প্রধানে
পশিছে ওমুখে তব কেশব ॥২৬।

পশিতে সত্বরে বদনে তোমার
দন্ত অগ্রে লাগি কোন রথী বর
হইতেছে চূর্ণ ভীম কলে বর
দেখিতেছি দেব বিস্মিত হয়ে ॥২৭।

নদীবেগ যথা ত্বরিত গমনে
কলকল কলে ধায় সিন্ধু পানে,
নরবীরগণ তোমার আননে
জ্বলিছে সর্ব্বথা তাহে পশিয়ে ॥২৮।

জ্বলন্ত অনলে পতঙ্গ যেমন
ধায় দ্রুতগতি হইতে নিধন
তব দীপ্ত মুখে নরবীরগণ
পশিছে তেমতি মরিতে এবে ॥২৯।

তব তেজে দীপ্ত বিশ্ব চরাচর
উগ্রমূর্ত্তি ধরি করিছ বিহার
উজ্জ্বল আনন করিয়া বিস্তার
একই গরাসে গ্রাসিছ সবে ॥৩০

কে তুমি হে দেব মূরতি ভীষণ
জানিতে আমার ব্যাকুলিত মন
তোমার চরণে এই নিবেদন
কৃপা করি নাথ বল এ দাসে ॥৩১।

ভগবান। সমৃদ্ধ মানবে করিতে সংহার
কালরূপে পার্থ মম অবতার
যোধগণে এবে নাহিক নিস্তার
হয়েছি উদ্যত সে সব নাশে ॥৩২।

তে কারণে যুদ্ধ কর ধনঞ্জয়
শত্রু নাশি লভ অনন্ত বিজয়,
নাশিয়াছি সবে জানিহ নিশ্চয়,
হেতু মাত্র তুমি হও হে এবে ॥৩৩।

কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ আর যোধ যত,
বধিয়াছি সবে আদি জয়দ্রথ,
ত্যজি শোক এবে শুন হে ভারত
যত শত্রু তব বিনাশ সবে ॥৩৪।

কেশবের সব শুনিয়া বচন
প্রণমিয়া পার্থ ভয়ে ভীত মন
কৃতাঞ্জলিপুটে করে নিবেদন
গদগদভাবে বলিল তাঁয় ॥৩৫।

অর্জ্জুন। শুনিয়া তোমার যশের কীর্ত্তন,
তুষ্ট নরগণ যক্ষ ভীত মন
সিদ্ধগণ করে চরণ বন্দন
এ সকল তব অযুক্ত নয় ॥৩৬।

আদি কর্ত্তা তুমি ব্রহ্ম সনাতন
তাই সে প্রণমে যত ভূতগণ
অনন্ত দেবেশ অচ্যুত কারণ
সদসদ্ তুমি অতীত সবে ॥৩৭।

দেব আদিদেব পুরুষ পুরাণ
বিশ্ব জগতের পরম নিধান,
গুণাতীত তুমি বেত্তাবেদ্য জ্ঞান
তব ব্যাপ্তি নাথ সতত ভবে ॥৩৮।

বায়ু যম অগ্নি শশাঙ্ক বরুণ
প্রজাপতি ব্রহ্মা কমল লোচন
বার বার করি চরণ বন্দন
পুনঃ ও চরণে প্রণতি করি ॥৩৯।

অন্তহীন বীর্য্য বিক্রম তোমার
তব সত্বা দেব ব্যাপ্ত চরাচর
সম্মুখে পশ্চাতে নমি বার বার
চারিদিকে তব বন্দনা করি ॥৪০।

সখ্য ভাব করি সদা তব সনে
অজ্ঞাত মহিমা জড়িত অজ্ঞানে
হে কৃষ্ণ যাদব সখা সম্বোধনে
না জানিয়া পাপ করেছি কত ॥৪১।

প্রমাদে প্রণয়ে তোমারে না জেনে
আহার বিহার শয়ন ভোজনে
করেছি বিদ্রুপ কত তব সনে
কৃপা করি পাপ ক্ষম হে যত ॥৪২।

পিতা তুমি দেব বিশ্ব চরাচরে
জগতের পূজ্য কে আঁটে তোমারে
তোমার মহিমা কে বুঝিতে পারে
ত্রিলোকে তোমার প্রভাব অতি ॥৪৩

পুত্রের জনক বন্ধুর বান্ধব
প্রেয়সী প্রাণেশ তুমি সর্ব্বেসব
হওহে প্রসন্ন মম প্রতি দেব
তোমার চরণে করিহে নতি ॥৪৪।

দেখি বিশ্বরূপ অপূর্ব্ব তোমার
ভয়ে ভীত চিত হইল আমার
দেবরূপ তব দেখাও এবার
প্রসন্ন হইয়া দাসের প্রতি ॥৪৫।

কিরীটী বলয় গদাচক্র ধারী
চতুর্ভুজ রূপ দেখাও হে হরি
যে রূপেতে হও বিশ্বরূপ ধারী
দেখাও সে মূর্ত্তি করি মিনতি ॥৪৬।

ভগবান। প্রসন্ন হইয়া আজি ধনঞ্জয়
দেখাইনু রূপ অপূর্ব্ব তোমায়
তেজোময় আদ্য এরূপ ধরায়
তুমি বিনা আর দেখেনি কেহ ॥৪৭।

বেদ যজ্ঞ দান আর অধ্যয়নে
উগ্র তপঃ আর ক্রিয়াভিনয়নে
দেখেনি এরূপ আর অন্য জনে
ধরিয়া ধরায় মানব দেহ ॥৪৮।

দেখি ঘোর রূপ না করিবে ভয়
হও প্রীতমন শুন ধনঞ্জয়
চতুর্ভুজ রূপে দেখহ আমায়
ঘুচাইয়া তব মনের ব্যথা ॥৪৯।

এই বলি পার্থে দেব নারায়ণ
নিজরূপে এবে দিলা দরশন
পরে সৌম্য মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
আশ্বাসিয়া পার্থে তুষেন তথা ॥৫০।

অর্জ্জুন। দেখিয়া মানব মূর্ত্তি তব নারায়ণ।
সংবৃত্ত সচেতঃ চিত হইল এখন ॥৫১।
ভগবান। দেখিছ যে রূপ মম এবে ধনঞ্জয়।
দেবের দেখিতে সাধ জানিহ নিশ্চয় ॥৫২।
বেদপাঠ তপোদান যাগ যজ্ঞ ব্রতে।
নর নারায়ণ রূপ না পায় দেখিতে ॥৫৩।
অনন্য হইয়া চিত যে ভজে আমারে।
এইরূপে শুন পার্থ দেখা দিই তারে ॥৫৪।
সর্ব্ব জীবে সমদয়া যেই ভক্তজন।
এইরূপে সদা মোর পায় দরশন ॥৫৫।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগ
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিশ্বরূপ দর্শন
নাম একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—:০:—

অর্জ্জুন। যুক্তাযুক্ত ভক্ত তব জানি ভগবান।
উভয়ের মধ্যে এব কে বল প্রধান ॥১।

ভগবান। শ্রদ্ধা করি যুক্ত যেই ভজয়ে আমারে।
সর্ব্ব যোগী হ'তে শ্রেষ্ঠ ভাবি আমি তারে ॥২।
অক্ষর অব্যক্ত, ধ্রুব, সর্ব্বগ অচল।
ভাবিয়া ভজিলে মোরে পায় মম বল ॥৩।
ইন্দ্রিয় সংযম করি সম দৃষ্টি জীবে।
সকলের হিতে রত আমারে পাইবে ॥৪।
আসক্ত চেতার কষ্ট হয় বহুতর।
অব্যক্ত আমার চিন্তা বড়ই দুষ্কর ॥৫।
সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে করিয়া সমর্পন।
অনন্য হইয়া মোরে করে উপাসন ॥৬।
আমাতে আসক্ত চিত্ত যেই মহাত্মার।
সংসার সাগর হ'তে করি তারে পার ॥৭।
আমাতে করিয়া স্থির চিত বুদ্ধি মনঃ।
আমারে সদাই পার্থ করহে স্মরণ ॥৮।
আমাতে রাখিতে যদি নাহি পার চিত।
অভ্যাসের বশে স্থির করাই উচিত ॥৯।
অভ্যাসেতে সিদ্ধি লাভে সাধ্য নাহি হয়।
মদর্পিত কর্ম্মে সিদ্ধি লভিবে নিশ্চয় ॥১০।

এতেও অশক্ত যদি শুন ধনঞ্জয়।
নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর সমুদয় ॥১১।
অভ্যাস হইতে জ্ঞান জ্ঞান হ'তে ধ্যান।
ধ্যান হ'তে নিষ্কামনা শান্তি শ্রেয় জান ॥১২।
অহিংসা সকল জীবে মিত্রতা জড়িত।
নির্ম্মম নিরহঙ্কার সদা ক্ষমাযুত ॥১৩।
যতাত্মা প্রশান্তচেতা সদা হৃষ্ট চিত।
সুখ দুঃখে নাহি তারে করে বিচলিত ॥১৪।
উদ্বেগ না দেয় জীবে উদ্বেগ না পায়।
হর্ষ ভয় শূন্য সেই মম প্রিয় হয় ॥১৫।
অনপেক্ষ শুচি দক্ষ উদাসীন জন।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী প্রিয়তম হন ॥১৬।
হর্ষ দ্বেষ শোক শূন্য মম ভক্তগণ।
শুভাশুভ পরিত্যাগী প্রণয় ভাজন ॥১৭।
মান অপমান যার শত্রু মিত্র জ্ঞান।
শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ সকলি সমান ॥১৮।
যাহাতে তাহাতে তুষ্ট যশে বা নিন্দায়।
স্থির মতি প্রিয় ভক্ত জানিবে নিশ্চয় ॥১৯।
মম উপদেশ মত যে ভজে আমারে।
মম প্রিয় ভক্ত সেই ভালবাসি তারে ॥২০।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ভক্তিযোগ নাম
দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—:():—

ভগবান। ক্ষেত্র জ্ঞান দেহে যার শুন ধনঞ্জয়।
ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া তারে জানিবে নিশ্চয় ॥১।
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞানী আছয়ে যেমত।
সর্ব্ব ক্ষেত্র জ্ঞানী মোরে জানিবে ভারত ॥২।
কিবা ক্ষেত্র, কি প্রকার, কি বিকার তার।
কে স্রষ্টা বলিব এবে প্রভাব তাহার ॥৩।
ঋষিগণ নানা ছন্দে বর্ণিল যাহারে।
সেই ক্ষেত্র তত্ত্ব পার্থ বলিব তোমারে ॥৪।
মহাভূত অহঙ্কার বুদ্ধি জ্ঞান আর।
দশেন্দ্রিয় এক মনঃ ইন্দ্রিয় গোচর ॥৫।
ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ চেতনা সংঘাত।
ক্ষেত্রের বিকার, ক্ষেত্র জানিবে ভারত ॥৬।
অহিংসা স্থিরতা ক্ষমা সরলতা শেষ।
গুরু সেবা শৌচ আত্ম নিগ্রহ বিশেষ ॥৭।
ইন্দ্রিয়ে বিরাগ আর গর্ব্ব শূন্য মন।
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখে দোষ দরশন ॥৮।
দারা সুতে অনাসক্তি দম্ভ বিরহিত।
ইষ্টানিষ্টে সমভাব সদা হৃষ্ট চিত ॥৯

অনন্য অব্যভিচার ভক্তি মোর প্রতি।
বিবিক্ত প্রদেশে বাস জনতা বিরতি ॥১০।
অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলি এ সবে জানিবে।
ইহা ভিন্ন আর যত অজ্ঞান মানিবে ॥১১।
জ্ঞাতব্য বিষয় পার্থ বলিব এখন।
অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম যাহে নিরূপণ ॥১২।
সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব জীবে শুন ধনঞ্জয়।
ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্বলোকে বিরাজিত হয় ॥১৩।
ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত।
গুণগ্রাহী সর্ব্বভৃৎ নির্গুণ নিশ্চিত ॥১৪।
অন্তরে বাহিরে জীবে সতত জড়িত।
সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় দূরান্তিকে স্থিত ॥১৫।
বিভক্ত বলিয়া বোধ অবিভক্তে হয়।
হর্ত্তা কর্ত্তা ভর্ত্তা জীবে জানিহ নিশ্চয় ॥১৬।
জ্যোতিতে পরম জ্যোতি আঁধার অতীত।
জ্ঞেয় জ্ঞান গম্য তিনি সর্ব্ব হৃদে স্থিত ॥১৭।
ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয় তত্ত্ব করিনু বর্ণন।
জানি ইহা মম ভাব পায় ভক্তগণ ॥১৮।
অনাদি জানিবে পার্থ প্রকৃতি পুরুষে।
বিকারাদি গুণ সব প্রকৃতির বশে ॥১৯।
কর্তৃত্ব কারণ কার্য্যে প্রকৃতি কারণ।
সুখ দুঃখ ভোক্তা পার্থ পুরুষ যেমন ॥২০।
প্রাকৃত পুরুষ ভুঞ্জে প্রকৃতিজ গুণে।
সদসদ্যোনিতে জন্ম হয় তে কারণে ॥২১।

জীব দেহে পরমাত্মা জানিবে আমারে।
অনুমন্তা ভর্ত্তা ভোক্তা আদি মহেশ্বরে ॥২২।
প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব জানে যেই জন।
বার বার জন্ম তার নহে কদাচন ॥২৩।
ধ্যানে পরমাত্মা কেহ করে দরশন।
সাংখ্য যোগে কেহ, কর্ম্ম যোগে অন্যজন ॥২৪।
কেহ বা না জানি মোরে করে আরাধন।
লভয়ে পরম গতি মম ভক্তগণ ॥২৫।
স্থাবর জঙ্গম মাঝে আছে কিছু যত।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে জানিবে ভারত ॥২৬।
সর্ব্বজীবে সমভাবে পরমাত্মা স্থিত।
না হয় বিনাশ তার জানয়ে পণ্ডিত ॥২৭।
সর্ব্ব জীবে সম মোরে দেখে যেই জন।
পরাগতি পায় সেই না হয় নিধন ॥২৮।
প্রকৃতি করয়ে কর্ম্ম যে জানে এমন।
আপনারে কর্ম্মকর্ত্তা না ভাবে কখন ॥২৯।
একই কারণ ভূত জানয়ে যে জীবে।
নিশ্চয় সে জন পার্থ আমারে পাইবে ॥৩০।
অনাদি নির্গুণ আত্মা জানিবে অব্যয়।
দেহেতে থাকয়ে বটে লিপ্ত তাহে নয় ॥৩১।
সূক্ষ্ম হেতু শূন্য যথা কভু লিপ্ত নহে।
তেমতি আত্মারে জান স্থিত সর্ব্ব দেহে ॥৩২।
সূর্য্য যথা জগতের অন্ধকার হরে।
ক্ষেত্রী তথা সর্ব্বক্ষেত্র প্রকাশিত করে ॥৩৩।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ মোক্ষভূত ভাব।
যে দেখে তাহার পার্থ হয় ব্রহ্ম লাভ ॥৩৪।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেক যোগ নাম ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—:০:—

ভগবান। উত্তম জ্ঞানের কথা বলিব এখন।
লভিল পরমাসিদ্ধি যাহে মুনিগণ ॥১
এই জ্ঞানে জ্ঞানী জন মম ধর্ম্ম পায়।
জন্ম মৃত্যু কভু ব্যথা নাহি দেয় তায় ॥২।
মম যোনি ব্রহ্মে আমি করি গর্ভাধান।
সম্ভবে সকল জীব তাহে পার্থ জান ॥৩।
সকল যোনিতে যত মূর্ত্তি প্রকাশিতা।
ব্রহ্মযোনি আমি তাহে বীজপ্রদ পিতা ॥৪।
সত্ত্ব রজস্তমোগুণ প্রকৃতি সম্ভব।
অব্যয় আত্মারে দেহে বাঁধয়ে পাণ্ডব ॥৫।
নির্ম্মল নিষ্পাপ সত্ত্ব জানিবে ভারত।
সুখ জ্ঞান সঙ্গে জীবে বাঁধয়ে সতত ॥৬

রজোগুণ অভিলাষ তৃষ্ণাসঙ্গ জাত।
কর্ম্ম সঙ্গে জীবে সদা করয়ে জড়িত ॥৭।
অজ্ঞানজ তমঃ যাহে মুগ্ধ জীবগণ।
প্রমাদ আলস্য নিদ্রা তাহার বন্ধন ॥৮।
সত্ত্ব সুখে রজঃ কর্ম্মে তমঃ জ্ঞান নাশে।
আবদ্ধ করয়ে জীবে জানিবে বিশেষে ॥৯।
রজস্তমোগুণে সত্ত্ব আনয়ে অধীনে।
সত্ত্ব তমে রজঃ, আর তমঃ অন্য গুণে ॥১০।
সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধি যার শুন ধনঞ্জয়।
সর্ব্ব দ্বার দেহেতে প্রকাশ তার হয় ॥১১।
প্রবৃত্তি আরম্ভ লোভ কর্ম্মাসক্তি আর।
বাড়ে স্পৃহা রজো গুণ প্রবল যাহার ॥১২।
অপ্রবৃত্তি অপ্রকাশ প্রমাদাদি আর।
মোহ মুগ্ধ সেই মূঢ় তমো বৃদ্ধি যার ॥১৩।
সত্ত্বগুণ প্রবলের হইলে মরণ।
পবিত্র সুখের ধামে করয়ে গমন ॥১৪।
কর্ম্মাসক্ত গৃহে জন্মে রাজস প্রধান।
মূঢ় যোনি পায় সদা তামস অজ্ঞান ॥১৫।
সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুবিমল জ্ঞান।
রাজসিকে দুঃখ হয় তামসে অজ্ঞান ॥১৬।
সত্ত্বে জ্ঞান রজে লোভ তমে মোহ আর।
প্রমাদ অজ্ঞান জন্মে জান সারোদ্ধার ॥১৭।
সত্ত্বস্থের গতি ঊর্দ্ধ, মধ্য রাজসের।
অধোগতি হয় জান তামস মূঢ়ের ॥১৮।

গুণ হ'তে কর্ত্তা নাহি বিছু গুণাতীত।
যে জানে সে মম ভাব পাইবে ভারত ॥১৯।
অতিক্রমি এই তিন গুণে নরগণ।
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখে পাইবে মোচন ॥২০।

অর্জ্জুন। ত্রিগুণ অতীত যেই শুন নারায়ণ।
কি লিঙ্গ আকার তার কিবা আচরণ ॥২১।

ভগবান। প্রবৃত্তি প্রকাশ মোহে শুন ধনঞ্জয়।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি লাগি ইচ্ছা দ্বেষ নয় ॥২২।
গুণত্রয় নিজ কার্য্য করি বিধিগত।
উদাসীন সম তারে না করে চালিত ॥২৩।
প্রস্তর কাঞ্চন লোষ্ট্র সুখ দুঃখ আর।
ভাল মন্দ নিন্দা স্তুতি সমান যাহার ॥২৪।
শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান মান অপমানে।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীত জনে ॥২৫।
নিষ্ঠা ভক্তি সহ যেই ভজয়ে আমায়।
গুণাতীত সদা সেই ব্রহ্মভাব পায় ॥২৬।
অমৃত অব্যয় নিত্য সুখের আলয়।
ধর্ম্মরূপ ব্রহ্মে পার্থ জানিবে নিশ্চয় ॥২৭।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে গুণত্রয় বিভাগ যোগ
নাম চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভগবান। ঊর্দ্ধ মূল অধঃ শাখা অশ্বত্থ সংসার।
বেদবাক্য পত্র তার জ্ঞান সারোদ্ধার ॥১।

কেহ ঊর্দ্ধগত কেহ অধোগত
গুণ ত্রয়ে বদ্ধ বৃক্ষ শাখা যত
জটাসব তার তলেতে পতিত
কর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ সবে ॥২।

স্বরূপ ইহার জানা বড় ভার
নাহি আদি অন্ত আশ্রয় ইহার
কাটিতে ইহারে অসঙ্গ কুঠার
সবলে মানব তুলিবে যবে ॥৩

সত্য সার বস্তু পাইবে তখন
যাহ'তে নিবৃত্তি নহে কদাচন
যা হ'তে সংসার প্রবৃত্তিস্ফুরণ
সেই আদি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বরে ॥৪

সঙ্গ দোষ মান মোহ বিবর্জ্জিত
বিনিবৃত্ত কাম অধ্যাত্ম নিরত,
সুখ দুঃখ কাম সদা বিরহিত
অব্যয় পদবী পাইবে নরে ॥৫।

রবি শশী বহ্নি তাহা নাহিক প্রকাশে।
পাইলে পবিত্র ধাম না ফিরে মানুষে ॥৬।
সনাতন জীব ভূত মম অংশ জীবে।
ইন্দ্রিয়েরে মনঃ যাহে সতত টানিবে ॥৭।
বায়ু যথা পুষ্প গন্ধ করয়ে হরণ।
কর্ম্ম বাঞ্ছা করে দেহী দেহান্তে বহন ॥৮।
রসন আঘ্রাণস্পর্শ শ্রবণ দর্শন।
আশ্রয়ি বিষয় সেবা করে সদা মন ॥৯।
গুণের সম্ভোগ স্থিতি উৎক্রমন আর।
না বিচারে মূঢ়, জ্ঞানী জানে তত্ত্ব তার ॥১০।
যত চিত্ত যোগী ইহা দেখে আপনায়।
অকৃতাত্মা যোগী যাহা দেখিতে না পায়।।১১।
রবি শশী বহ্নি তেজে বিশ্বের প্রকাশ।
সেই তেজঃ মম পার্থ করহ বিশ্বাস ॥১২।
পশি পৃথ্বী মম তেজ পালে জীবগণে।
চন্দ্ররূপে পুষ্ট করি ওষধি জীবনে ॥১৩।
জীব দেহে বহ্নি রূপে জানিবে আমায়।
চতুর্ব্বিধ অন্নপাক করি আমি তায় ॥১৪।

সকলের হৃদে মম অবস্থান
আমা হ'তে সৃষ্ট নষ্ট স্মৃতি জ্ঞান
বেদ বেদ্য আমি বেদজ্ঞ প্রধান
বেদের প্রণেতা জানিবে মোরে।১৫।

ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ জানিবে।
সর্ব্বজীব ক্ষর, ব্রহ্মে অক্ষর মানিবে ॥১৬।
উত্তম অক্ষর হ'তে পরমাত্মা জান।
ত্রিলোক প্রবিষ্ট ঈশ ভর্ত্তা সবে মান ॥১৭।
ক্ষরাক্ষর হ'তে পার্থ উত্তম যে জন।
পুরুষ উত্তম তারে করিবে গণন ॥১৮।
আমার এ ভাব পার্থ জানে যেই নরে।
সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বভাবে ভজয়ে আমারে ॥১৯।
গুহ্য তম শাস্ত্র এই বলিনু তোমারে।
জানি ইহা কৃত কৃত্য হয় সর্ব্ব নরে ॥২০।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্ম পর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম যোগ নাম
পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

—:০:—

ভগবান। সত্ত্বশুদ্ধি অভয়েতে জ্ঞান যোগ জান।
দান দম যজ্ঞ তপ আর্জ্জব প্রধান ॥১।
অহিংসা অক্রোধ সত্য ত্যাগশান্তি আর।
অদ্রোহ নিন্দাবর্জ্জন দয়া ধর্ম্ম আর ॥২।

নির্লোভ মৃদুতা তেজ ক্ষমা আদি যত।
এ সব সম্পদে দৈব জানহে ভারত ॥৩।
দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোধ আদি সবে।
আসুরী সম্পদ বলি সতত জানিবে ॥৪।
দৈব সম্পদেতে মোক্ষ বন্ধন অপরে।
শোক নাহি কর পার্থ দৈব কর্ম্ম ক'রে ॥৫।
দৈব ও আসুরভূত জানিবে জগতে।
আসুর স্বভাব এবে বলি বিধিমতে ॥৬।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভেদ আসুরে না জানে।
শৌচাচার সত্য তারা কিছুই না মানে ॥৭।
অসত্য আশ্রয় হীন অনীশ্বর আর।
কারণ বিহীন তারা বলয়ে সংসার ॥৮।
হেন মতে উগ্রকর্ম্মা অল্প বুদ্ধি নরে।
জগতের অমঙ্গল নানারূপে করে ॥৯।
কাম দম্ভ মদ মান করিয়া আশ্রয়।
অসৎ বিষয়ে তারা লিপ্ত সদা হয় ॥১০।
প্রলয় ব্যাপিনী চিন্তা করিয়া আশ্রয়।
কাম উপভোগে সদা রত চিত রয় ॥১১।
শত আশা পাশ বদ্ধ ক্রোধ পরায়ণ।
কাম উপভোগে অর্থ করে উপার্জ্জন ॥১২।
লাভ ইহা আজি এই পূর্ণ মম আশ।
আছে ইহা পাব ইহা এই সদা ভাষ ॥১৩।
এই শত্রু হত মোর বধিব অপরে।
বিভু ভোগী সিদ্ধ সুখী আমি এ সংসারে ॥১৪।

ধন জন বান দাতা সুখী সদা চিতে।
আমার সমান কেবা আছয়ে জগতে ॥১৫।
এইরূপ ভাবে মনে মোহ মুগ্ধজন।
কর্ম্মাসক্ত করে নীচ নরকে গমন ॥১৬।
ধনমান মদান্বিত সম্মানিত জন।
নামমাত্র যজ্ঞে কভু করযে যাজন ॥১৭।
অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধান্বিত।
আমারে করয়ে দ্বেষ আত্মপরে স্থিত ॥১৮।
বিদ্বেষী নিষ্ঠুর সেই নরাধম নরে।
আসুরী যোনিতে সদা কেলি এ সংসারে ॥১৯।
বার বার সেই যোনি লভি মূঢ়গণ।
আমারে না জানি করে অধমে গমন ॥২০।
নরকের তিন দ্বার জানিবে নিশ্চয়।
কাম ক্রোধ লোভ তাই ত্যজ ধনঞ্জয় ॥২১।
এই তিন দ্বার মুক্ত হয় যবে নরে।
পরাগতি লভে সেই সুন্দর আচারে ॥২২।
শাস্ত্র বিধি পরিত্যজি কামে হ'লে রত।
সিদ্ধি সুখ পরাগতি না পায় ভারত ॥২৩।
কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থায় শাস্ত্রই প্রমাণ।
কর কর্ম্ম জানিতেই শাস্ত্রের বিধান ॥২৪।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্ম পর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে দৈবাসুর সম্পদ্বিভাগ যোগ নাম ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

—:০:—

অর্জ্জুন। শাস্ত্রবিধি পরিহরি শ্রদ্ধাবান জন।
নিষ্ঠায় করিলে যজ্ঞ কিগতি তখন ॥১।

ভগবান। ত্রিবিধ মানবে শ্রদ্ধা শুন ধনঞ্জয়।
সাত্ত্বিকী রাজসী আর তামসী নিশ্চয় ॥২।
সকলেই শ্রদ্ধাবান জানিবে ভারত।
যাহার যেরূপ সত্ত্ব শ্রদ্ধা সেই মত ॥৩।
সাত্ত্বিক দেবেতে, যক্ষ রক্ষে রাজসিক।
ভূত প্রেতে শ্রদ্ধাবান জান তামসিক ॥৪।
দম্ভ অহঙ্কার কাম রাগ বলান্বিত।
অশাস্ত্র বিহিত তপ করয়ে ভারত ॥৫।
দেহস্থিত ভূতে পীড়ে আসুর যে জন।
দেহস্থিত মোরে যেই করয়ে পীড়ন ॥৬।
ত্রিবিধ আহার লোকে যেমন ভারত।
তপ যজ্ঞ দান আদি জান তিন মত ॥৭।
রসাল সুস্নিগ্ধ প্রিয় সাত্ত্বিক ভোজন।
আয়ু সত্ত্ব বল সুখ করয়ে বর্দ্ধন ॥৮।
কটু অম্ল অতি উষ্ণ তীক্ষ্ণ রূক্ষ আর।
শোক দুঃখ রোগ-কর রাজস আহার ॥৯।
নীরস দুর্গন্ধ পক্ক প্রহরের বেশী।
উচ্ছিষ্ট, মদিরা আদি আহার তামসী ॥১০।

ফল আশা ত্যজি যজ্ঞ করে বিধিমত।
সাত্বিক সে যাগ ইহা জানিবে ভারত ॥১১।
দম্ভ করি ফল লোভে করে যজ্ঞ যেবা।
রাজস সে যাগ পার্থ নিশ্চয় জানিবা ॥১২।
বিধিহীন শ্রদ্ধাহীন দক্ষিণা বিহীন।
তামস সে যাগ পার্থ জানয়ে প্রবীণ ॥১৩।
দেব দ্বিজ গুরু পূজা অহিংসা আর্জবে।
শারীর তপস্যা শৌচ ইহাই জানিবে ॥১৪।
সত্য প্রিয় হিত বাক্য বেদ পাঠ আর।
তপস্যা বাঙ্ময় বলি জান তারে সার ॥১৫।
চিত্তের প্রসাদ মৌন সরলতা আর।
মানসিক তপ জান ভাব সংস্কার ॥১৬।
এই সব তপে শ্রদ্ধা থাকিলে নিয়ত।
সাত্বিক তপস্যা বলি হয় পরিণত ॥১৭।
সাধুবাদ মান পূজা লাভের কারণ।
রাজসিক তপকরে রাজসিক জন ॥১৮।
পরের বিনাশ হেতু নিজের পীড়নে।
তামসিক তপকরে মূঢ় মতি জনে ॥১৯।
সাত্বিক দাতব্য নয় প্রতিদান তরে।
দেশ কাল পাত্র বুঝি যেই দান করে ॥২০।
উপকার, ফল আশে করে যেই দান।
রাজসিক দান বলি সদা তারে জান ॥২১।
দেশ কাল পাত্রাপাত্রনা করি নিশ্চয়।
হেলায় করিলে দান তামসিক হয় ॥২২।

ওম্ তৎসৎ বাক্য ব্রহ্ম নির্দ্দেশেতে।
বেদ যজ্ঞ ব্রাহ্মণাদি বিহিত ইহাতে ॥২৩॥
এই হেতু ওম্ শব্দ করি উচ্চারণ।
তপক্রিয়া করে সদা ব্রহ্ম বিদগণ ॥২৪॥
ফল আশা ত্যজি করে তপযজ্ঞ দান।
মোক্ষ লাভ হয় তার জানিবে বিধান ॥২৫॥
সদ্ভাব সাধুভাব প্রশস্ত কর্ম্মেতে।
সৎশব্দযুক্ত হয় জানয়ে পণ্ডিতে ॥২৬॥
ব্রহ্মোদ্দেশে তপদান যাগ আদি যত।
সৎবলি সেই সবে জানিবে ভারত ॥২৭॥
শ্রদ্ধাহীন যাগ যজ্ঞ অসৎ জানিবে।
ইহকাল পরকাল তাহাতে যাইবে ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগ শাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ
নাম সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—:():—

অর্জ্জুন। সন্ন্যাস, ত্যাগের তত্ত্ব কহ নারায়ণ।
জানিতে সেতত্ত্ব বড় ব্যাকুলিত মন ॥১॥
ভগবান। কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ সন্ন্যাস সমান।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগ ত্যাগ বলি জান ॥২॥

পাপ ভাবি কর্ম্মত্যাগ বিধি কোন মতে।
যাগ যজ্ঞ নহে ত্যজ্য বলে অপরেতে ॥৩।
ত্রিবিধ জানিবে ত্যাগ কুন্তীর নন্দন।
বিবরিয়া সেই সব বলিব এখন ॥৪।
যজ্ঞ, দান নহে ত্যজ্য বিশেষ জানিবে।
পবিত্র করয়ে তারা সকল মানবে ॥৫।
কর্ত্তব্য ভাবিয়া সব কর ধনঞ্জয়।
সঙ্গ, ফল আশা ত্যজি করিবে নিশ্চয় ॥৬।
নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ নহে কদাচন।
মোহমুগ্ধ তামসেতে করয়ে এমন ॥৭।
কষ্টকর ভাবি কর্ম্ম ত্যজে যেই জন।
রাজস সে ত্যাগে ফল নহে কদাচন ॥৮।
সঙ্গত্যজি করে কর্ম্ম কর্ত্তব্য জ্ঞেয়ানে।
সাত্ত্বিক সে ত্যাগ পার্থ জানে সুধীগণে ॥৯।
অকুশল কর্ম্মে দ্বেষ আসক্তি কুশলে।
নহে যার ত্যাগী তারে বলয়ে সকলে ॥১০।
দেহ ধ'রে কর্ম্মত্যাগ নহে কদাচন।
কর্ম্মফল ত্যজে যেই ত্যাগী সেই জন ॥১১।
ইষ্টানিষ্ট মিশ্র আর জান কর্ম্মফল।
সন্ন্যাসী না ভুঞ্জে, ভুঞ্জে অত্যাগী সকল ॥১২।
প্রশস্ত কারণ পঞ্চ সিদ্ধির উদ্দেশ।
বেদান্তে সিদ্ধান্ত কর্ম্মে জানিবে বিশেষ ॥১৩।
অধিষ্ঠান কর্ত্তা আর জানিবে করণ।
বহুবিধ চেষ্টা দৈব, এই সে কারণ ॥১৪।

কায়মনোবাক্যে নর যেই কাজ করে।
থাকয়ে কারণ পঞ্চ তাহার ভিতরে ॥১৫।
দুর্ম্মতি অকৃতবুদ্ধি মূঢ় মতি জনে।
হেন কাজে আপনারে কর্ত্তা বলি মানে ॥১৬।
অহঙ্কৃত ভাবে লিপ্ত নহে যেই জন।
বধিয়া না বধে বাধ্য নহে কদাচন ॥১৭।
জ্ঞান জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতা কর্ম্মপ্রণোদন।
কর্ম্মের সংগ্রহ কর্ম্ম কর্ত্তাও করণ ॥১৮।
জ্ঞান কর্ম্ম কর্ত্তা আর গুণভেদ যত।
বলিব বিশেষ করি শুনহ ভারত ॥১৯।
সর্ব্ব জীবে এক ভাব অভিন্ন অব্যয়।
দেখয়ে যে জ্ঞানে তাহা সাত্ত্বিক নিশ্চয় ॥২০।
ভিন্ন ভিন্ন জীবে দেখে ভিন্ন ভিন্ন মত।
রাজসিক সেই জ্ঞান জানিবে ভারত ॥২১।
গুণ কর্ম্ম মহাকর্ম্ম ভাবি মূঢ় মনে।
আসক্ত থাকয়ে তাহে স্বল্পমতি জনে ॥২২।
রাগ দ্বেষ সঙ্গ শূন্য যত কর্ম্মচয়।
সাত্ত্বিক বলিয়া সবে জান ধনঞ্জয় ॥২৩।
কাম অহঙ্কার আর আয়াস সহিত।
রাজসিক কর্ম্ম সব জানিবে নিশ্চিত ॥২৪।
অনুবন্ধ ক্ষয় হিংসা নাহি করি ভয়।
মোহেতে পৌরুষ কর্ম্ম তামসিক হয় ॥২৫।
সঙ্গ অহঙ্কার শূন্য সিদ্ধাসিদ্ধে সম।
উৎসাহী সাত্ত্বিক কর্ত্তা জান নরোত্তম ॥২৬

কর্ম্মাসক্ত হিংসা প্রিয় হর্ষ শোক বশে।
রাজসিক কর্ত্তা সেই জানিবে বিশেষে॥২৭।
অযুক্ত প্রাকৃত স্তব্ধ দাম্ভিক অলস।
দীর্ঘসূত্রী নিরানন্দ কর্ত্তা যে তামস॥২৮।
বুদ্ধি ধৃতি গুণত্রয় ভেদ আদি যত।
বলিব বিশেষ এবে শুনহে ভারত॥২৯।
সাত্ত্বিক সে বোধ পার্থ জানিবে নিশ্চয়।
কার্য্যাকার্য্য আদিভেদ যাহে জানা যায়॥৩০।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদ যাহে নহে সুবিদিত।
রাজসিক সেই বোধ জানিবে ভারত॥৩১।
অধর্ম্মেরে ধর্ম্মজ্ঞান সব বিপরীত।
তামসী সে বুদ্ধিপার্থ জানিবে নিশ্চিৎ॥৩২।
স্বাভাবিক যোগে যাহে ধরে মন প্রাণ।
সাত্ত্বিক সে ধৃতি পার্থ এই সত্য জান॥৩৩।
ফল লোভে কাম, ধর্ম্ম, অর্থের ধারণ।
রাজসিক সেই ধৃতি ইথে নাহি আন॥৩৪।
স্বপ্ন, মদ, শোক, ভয় বিষাদাদি যত।
তামসী সে ধৃতি যাহে থাকয়ে জড়িত॥৩৫।
ত্রিবিধ সুখের কথা বলিব এখন।
অভ্যাসে রমণ যাহে দুঃখান্ত গমন॥৩৬।
প্রারম্ভে বিষের সম সুধা পরিশেষে।
সাত্ত্বিক সে সুখ পার্থ জানিবে বিশেষে॥৩৭।
ইন্দ্রিয় জনিত সুখ রাজসিক জান।
প্রথমে সুমিষ্ট পরে বিষসম জ্ঞান॥৩৮।

আগে পাছে মুগ্ধকরে যে সুখে আত্মারে।
নিদ্রালস জাত জ্ঞান তামস তাহারে ॥৩৯।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে দেবে নরে নাহি হেন জন।
প্রাকৃতিক গুণে যারে নাকরে বন্ধন ॥৪০।
বৈশ্য শূদ্র আর যত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে।
বিভক্ত জানিবে কর্ম্ম স্বভাবের গুণে ॥৪১।
শম দম তপ শৌচ জ্ঞান ও বিজ্ঞান।
আস্তিক্য ঋজুতা ক্ষান্তি ব্রহ্ম কর্ম্ম জান ॥৪২।
শৌর্য্য তেজ ধৃতি দাক্ষ্য সমরে অটল।
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম দান প্রভুত্ব সকল ॥৪৩।
বাণিজ্য কর্ষণ বৈশ্যে গোরক্ষণ আর।
দাসত্ব শূদ্রের ধর্ম্ম জান সারোদ্ধার ॥৪৪।
নিজ নিজ কাজে রত থাকে যেই জন।
কিরূপে লভয়ে সিদ্ধি করহ শ্রবণ ॥৪৫।
যাহ'তে প্রবৃত্তি যেই ব্যাপ্ত চরাচরে।
স্বকর্ম্মে পূজিলে তাঁরে সিদ্ধি লাভ করে ॥৪৬।
বিগুণ স্বধর্ম্ম ভাল পর ধর্ম্ম কাছে।
স্বভাব বিহিত কর্ম্মে পাপ নাহি আছে ॥৪৭।
সহজ সদোষ কর্ম্ম না ত্যজিবে ভ্রমে।
আরম্ভ আবৃত দোষে অগ্নি যথা ধূমে ॥৪৮।
সর্ব্বত্র অসক্ত বুদ্ধি জিতাত্মা নিস্পৃহ।
নৈষ্কর্ম্ম্য লভয়ে সিদ্ধি নি শচয় জানিহ ॥৪৯।
সিদ্ধি লভি ব্রহ্ম লাভ করয়ে যেমনে।
বলিব তোমারে পার্থ শুন এক মনে ॥৫০।

শুদ্ধ বুদ্ধি যুক্ত আর ধৃতি নিয়মিত।
শব্দাদি বিষয় ত্যাগী দ্বেষ বিবর্জ্জিত ॥৫১।
একান্তে করয়ে সেবা লঘুভোজী আর।
বৈরাগ্য আশ্রিত যত বাক্য মন যার ॥৫২।
অহঙ্কার বল দর্প কাম বিরহিত।
অনুভবে ব্রহ্মে শান্ত জানিবে নিশ্চিত ॥৫৩।
ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা আকাঙ্ক্ষা রহিত।
সর্ব্বজীবে সমভাব ভক্ত জন চিত ॥৫৪।
ভক্তি বলে মম তত্ত্ব জানিয়া মানবে।
আমাতে পশয়ে পার্থ নিশ্চয় জানিবে ॥৫৫।
সর্ব্ব কর্ম্ম করি করে আমাতে আশ্রয়।
শাশ্বত অব্যয় পদ মম বলে পায় ॥৫৬।
আমাতে সংন্যাস কর্ম্ম মম পরায়ণ।
বুদ্ধি যোগ বলে পার্থ করহ যতন ॥৫৭।
সর্ব্ব দুর্গে পায় ত্রাণ মচ্চিত্ত যেজন।
আত্ম অভিমানে মূঢ় পাইবে নিধন ॥৫৮।
নাযুঝিব কর মনে হ'য়ে অহঙ্কারী।
প্রকৃতি নিগ্রহে পার্থ হবে মিথ্যাচারী ॥৫৯।
স্বকর্ম্ম করিতে মোহে অনিচ্ছা তোমার।
স্বভাবে করাবে তাহা জান সারোদ্ধার ॥৬০।
যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বজীব মায়ায় ভ্রামিত।
সকলের হৃদে বিভু জানিবে নিশ্চিত ॥৬১॥
সর্ব্বভাবে লহ পার্থ তাঁহার আশ্রয়।
পরাশান্তি নিত্যধাম পাইবে নিশ্চয় ॥৬২।

গুহ্যতব জ্ঞান কথা বলিনু তোমায়।
বিচারিয়া কর পার্থ যাহা ইচ্ছা হয় ॥৬৩।
প্রিয়তম পার্থ তব উপকার তরে।
গুহ্য তম জ্ঞান কথা বলিব তোমারে ॥৬৪।
মম ভক্ত মম যাজী মম পরায়ণ।
পাইবে আমারে পার্থ না হয় লঙ্ঘন ॥৬৫।
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যজি আমার শরণ।
লও পার্থ সর্ব্বপাপে করিব মোচন ॥৬৬।
অভক্ত শুশ্রূষাহীন অসূয়া আমায়।
না শুনাবে গীতা তারে শুন ধনঞ্জয় ॥৬৭।
মম ভক্তে গুহ্য গীতা শুনাবে যে জন।
ভক্তিলভি পাবে মোরে না হয় খণ্ডন ॥৬৮।
তাহা চেয়ে প্রিয় কার্য্য কেহ না করিবে।
তাহা হ'তে প্রিয়তম কেহ না হইবে ॥৬৯।
এ সংবাদ আমাদের যেজন পড়িবে।
জ্ঞান যজ্ঞে জান পার্থ আমারে পূজিবে ৭০।
ভক্তি করি শুনে গীতা অভক্ত যেজন।
পুণ্য ধাম লাভ তার হইবে তখন ॥৭১।
একাগ্রে এ গীতা কি হে শুনিলে ভারত।
অজ্ঞান সম্মোহ কিহে হ'ল তিরহিত ॥৭২।

অর্জ্জুন। মোহগেল দূরে দেব প্রসাদে তোমার।
তোমার আদেশ সব পালিব এবার ॥৭৩।

সঞ্জয়। কৃষ্ণার্জ্জুন কথা এই হৃদয় বিদারী।
শুনিলাম আমি দেব অতি যত্ন করি ॥৭৪।

এই যোগ কথা কৃষ্ণ বলে দ্বৈপায়নে।
অবশেষে শুনি আমি তাঁহার সদনে ॥৭৫।
কেশব অর্জ্জুন কথা অদ্ভুত অপার।
স্মরিলে রোমাঞ্চ কায হয় বার বার ॥৭৬।
আশ্চর্য্য হরির রূপ করিয়া স্মরণ।
বিস্মিত হতেছি দেব পুলকিত মন ॥৭৭।
যোগেশ্বর কৃষ্ণ যথা যথা ধনঞ্জয়।
শ্রীবিজয় ভূতি তথা জানিবে নিশ্চয় ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে মোক্ষ যোগ নাম
অষ্টাদশ অধ্যায়।

সমাপ্ত।